

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

আতীয় শিক্ষাক্ষম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
চতুর্থ প্রশিক্ষণ পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## চতুর্থ প্রশিক্ষণ

জননা ও সম্মাদনা

প্রকেশর নিরাজন অধিকারী  
প্রকেশর ড. দুলাল কাঞ্জি ভৌমিক  
প্রকেশর সুনীত বুঘার আস  
ড. অসীম সরকার

শিল্প সম্মাদনা  
হাশেম খান



আতীয় শিক্ষাক্ষম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড  
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০  
কর্তৃক প্রকাশিত

---

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংক্রণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২  
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৮

চিত্রাঙ্কন  
কান্তিদেব অধিকারী

গ্রাফিক্স  
বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

---

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অস্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সর্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, ধর্মশিক্ষা দানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নৈতিক গুণাবলি অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জনাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বত্ত্ব প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা  
চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# সূচিপত্র

অধ্যায়

বিষয়বস্তু

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

১-৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

৬-১৩

তৃতীয় অধ্যায়

মুনি-খবি ও ধর্মগ্রন্থ

১৪-২০

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনি-খবি

২১-২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থ

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

৩০-৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

ত্যাগ ও উদারতা

৩৫-৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিভা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

৪০-৪৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিভা রক্ষা

৪৫-৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুজনে ভক্তি

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

৫০-৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষা

৫৩-৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসন

অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

৫৭-৬০

নবম অধ্যায়

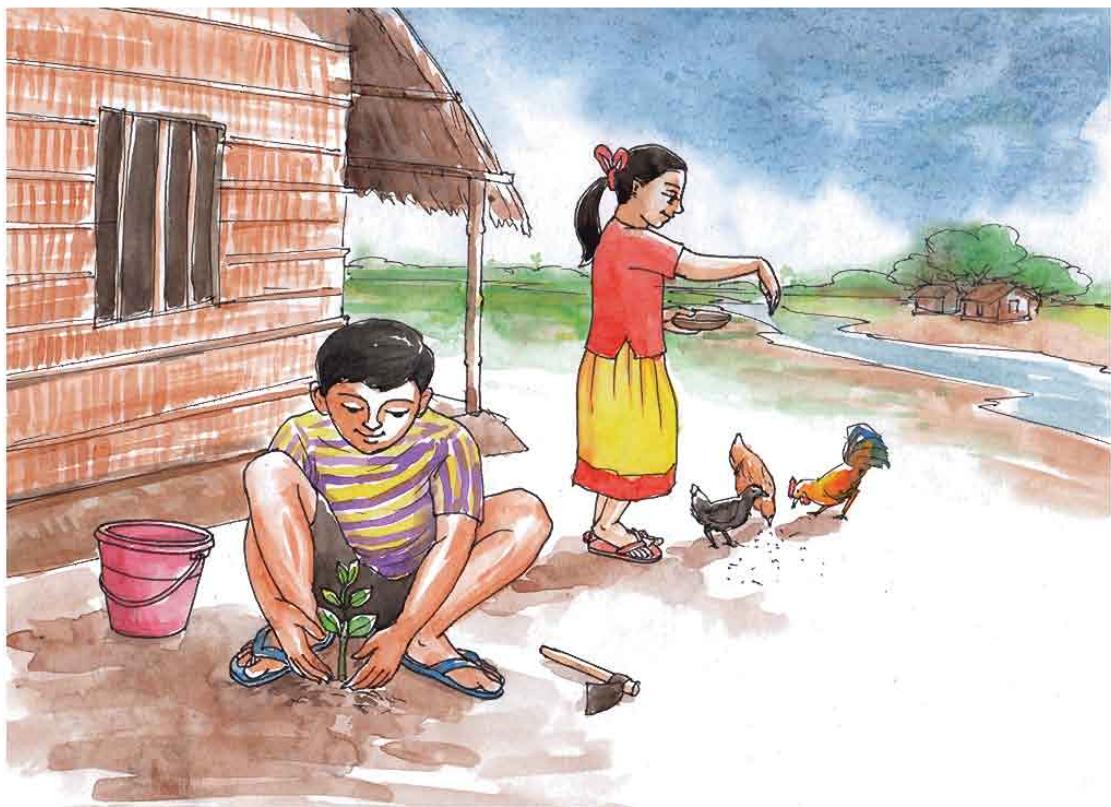
মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

৬১-৬৮

## প্রথম অধ্যায়

### ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

অগুর্ব সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীর মানুষ, গাছ-পালা, নদ-নদী, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবকিছুই সুন্দর। আমরা অবাক হয়ে যাই আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টি দেখে। মনে প্রশ্ন জাগে, কে সৃষ্টি করল মানুষ, নদ-নদী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস সবকিছু? আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর বাইরেও যা কিছু আছে তার স্মরণাও ঈশ্বর।



নিসর্গ দৃশ্য

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি নিজেই নিজের স্বৰ্গ। তাই তিনি অ্যন্ত।

কিন্তু ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন? ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা। জীব ও জগতের সৃষ্টিও ঈশ্বরের একটি লীলা। ঈশ্বর যা কিছু করেন সেটাই তাঁর লীলা। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর লীলা প্রকাশিত। বিচিত্র তাঁর লীলা। বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত এবং সকল গুণের অধিকারী। অপার তাঁর মহিমা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অনন্ত বীর্যামিত বিক্রমস্তুৎ  
সর্ব সমাপ্নোবি ততোথসি সর্বঃ ॥

অর্থাৎ হে অনন্ত বীর্য (ঈশ্বর), তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই তুমিই সব।

ঈশ্বরের সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকল জীব ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। তাই ঈশ্বরের প্রতি থাকতে হবে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি বোঝায় এমন পাঁচটি শব্দ নিচের ছকে লিখি :

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন। সকল জীবের মধ্যেই তিনি আত্মারূপে বিরাজ করেন। তিনি সবাইকে দেখেন। কিন্তু আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই না। তাঁর নানা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁকে বুঝতে পারি। কারণ সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ প্রকাশিত। তাই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হলে ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

## ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্ম, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি আমাদের অনেক উপকার করে। এ কারণে গাছ লাগাতে হবে এবং নিয়মিত তাদের পরিচর্যা করতে হবে। গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্ম, কীট-পতঙ্গসহ সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবকে যত্ন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং তিনি আমাদের কল্যাণ করেন।

অতএব ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা — এরূপ বিশ্বাস মনেপ্রাণে ধারণ করে ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবের যত্ন করা উচিত। এ নৈতিক শিক্ষা সব সময় আমরা মনে রাখব এবং সকল কাজে তা মেনে চলব।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। অপূর্ব \_\_\_\_\_ আমাদের এই পৃথিবী।
- ২। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন \_\_\_\_\_।
- ৩। জীব ও জগতের সৃষ্টি \_\_\_\_\_ একটি লীলা।
- ৪। ঈশ্বর এক এবং \_\_\_\_\_।
- ৫। জীবকে ভালোবাসাই \_\_\_\_\_ ভালোবাসা।
- ৬। নিয়মিত গাছ-পালার \_\_\_\_\_ করতে হবে।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বর নিজেই	অনন্ত।
২। ঈশ্বর যা কিছু করেন	রূপবান।
৩। বিচিত্র তাঁর	সেটাই তাঁর লীলা।
৪। ঈশ্বর অনাদি	আর কেউ নেই।
৫। ঈশ্বরের সমান	→ নিজের স্বর্ণ।
৬। আমাদের প্রত্যেকের গাছ	লীলা। লাগানো উচিত।

গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। সবকিছুর স্বষ্টা কে ?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. রাজা  | খ. দেবতা |
| গ. ঈশ্বর | ঘ. মানুষ |

২। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য —

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ক. ঐশ্বর্য প্রকাশ করা | খ. আনন্দ উপভোগ করা   |
| গ. দুঃখ ভোগ করা       | ঘ. ক্ষমতা প্রকাশ করা |

৩। বিচিত্র ঈশ্বরের —

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. ঐশ্বর্য | খ. ক্ষমতা |
| গ. খেলা    | ঘ. লীলা   |

৪। ঈশ্বর কেমন ?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. সর্বশক্তিমান | খ. শক্তিহীন    |
| গ. মানুষের সমান | ঘ. দেবতার সমান |

৫। আমাদের পালনকর্তা কে ?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. দেবতা | খ. ঈশ্বর  |
| গ. গুরু  | ঘ. শিক্ষক |

৬। ঈশ্বর জীবের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করেন ?

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| ক. মনরূপে   | খ. দেহরূপে       |
| গ. আত্মরূপে | ঘ. মন্তিষ্ঠকরূপে |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। কী দেখে আমরা অবাক হই?
- ২। ঈশ্বরকে স্বয়ন্ত্র বলা হয় কেন?
- ৩। কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়?
- ৪। ঈশ্বরের রূপ কীভাবে প্রকাশিত হয়?
- ৫। গাছ-পালা, পশু-পাখি আমাদের জন্য কী করে?
- ৬। কী করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন?
- ২। ঈশ্বরের লীলা বলতে কী বোঝায়? লীলা প্রকাশের জন্য ঈশ্বর কী করেন?
- ৩। ‘ঈশ্বর সর্বশক্তিমান’ — ব্যাখ্যা কর।
- ৪। ঈশ্বরের সৃষ্টি এত সুন্দর কেন?
- ৫। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা উচিত কেন?
- ৬। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### দেব-দেবী ও পূজা

আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। আমরা আরও জানি, দেব-দেবীদের পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। আমাদের মঙ্গল করেন। আর দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা এ চারজন দেব-দেবী ও তাঁদের পূজা সম্পর্কে জানব :

#### ব্রহ্মা

ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বিশ্বের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা আমাদের দিয়েও অনেক কিছু সৃষ্টি করান। সেসব সৃষ্টির মূলেও রয়েছে ব্রহ্মার কৃপা।

ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দিকের দুইহাতে আছে কমঙ্গলু ও ঘৃতপাত্র। ডান দিকের দুইহাতে আছে ধি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। ব্রহ্মার গায়ের রং রক্ত-গৌর অর্থাৎ লালচে ফর্সা। হংস তাঁর বাহন। লালপদ্ম তাঁর আসন। ব্রহ্মার পূজা করলে আমাদের মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মাপূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। তিথি গণনা করে ব্রহ্মাপূজার দিন ঠিক করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির আছে। সেখানে বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা হয়। ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়।



ব্রহ্মা

## দেব-দেবী ও পূজা

ফুল, ফল, ধূপ-দীপ দিয়ে আমরা ব্রহ্মার পূজা করি। পূজার পর তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

## ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র

নমোহস্তু বিশ্বেশ্঵র বিশ্বধাম  
জগৎসবিত্তে ভগবন্নমন্তে ।  
সপ্তচৰ্চিলোকায় চ ভূতলেশ  
সর্বান্তরস্থায় নমো নমন্তে ॥

**অর্থ :** হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী, তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্ত সূর্যরশ্মির আশ্রয়, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।

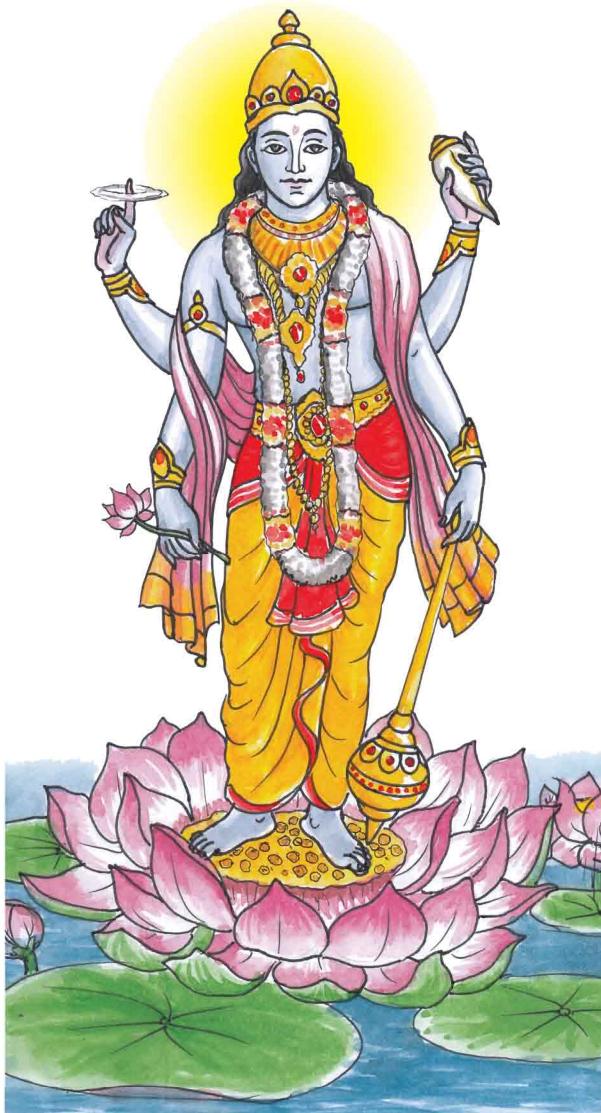
## বিষ্ণু

বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে আমাদের পালন করেন। তাই বিষ্ণু পালনকর্তা।

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। উপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম। চাঁদের আলোর মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি।

বিষ্ণুপূজার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যে-কোনো দিন বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসীপাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসীপাতা ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণুর আর এক নাম নারায়ণ। তিনি দুষ্টদের দমন করেন। সৎ ব্যক্তিদের পালন করেন। ন্যায়



বিষ্ণু

ଓ ସତ୍ୟେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେନ । ବିଷ୍ଣୁକେ ଘରଣ କରଲେ ଏବଂ ତାର ପୂଜା କରଲେ ପାପ ଦୂର ହୟ । ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୟ ।

ସକଳ ପୂଜାର ସମୟ ବିଷ୍ଣୁର ନାମ ଘରଣ କରେ ତାର ପୂଜା କରା ହୟ । ଆମରା ଭକ୍ତିଭରେ ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା କରି । ପୂଜା କରେ ତାର କାହେ ସକଳେର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି । ପୂଜା ଶେଷେ ତାକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଣାମ କରି ।

## ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର

ନମୋ ବ୍ରକ୍ଷଣ୍ୟଦେବାୟ ଗୋବ୍ରାକ୍ଷଣହିତାୟ ଚ ।  
ଜଗନ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ ॥

**ଅର୍ଥ :** ବ୍ରକ୍ଷଣ୍ୟଦେବକେ ଅର୍ଥାଏ ବିଷ୍ଣୁକେ ନମକାର । ପୃଥିବୀ, ବ୍ରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଗତେର ହିତକାରୀ ବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ କୃଷ୍ଣକେ, ଗୋବିନ୍ଦକେ ବାରବାର ନମକାର କରି ।

## ଶିବ

ଈଶ୍ୱର ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ । ତାର ଧ୍ୱନି ନେଇ, ବିନାଶ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରେର ଯେକୋନୋ ସୃଷ୍ଟିର ଆୟୁର ସୀମା ଆଛେ । ଆୟୁ ଶେଷ ହଲେ ତାର ଧ୍ୱନି ହବେଇ । ମାନୁଷ, ପଶୁ-ପାଖି, ଗାଛ-ପାଳା ସବକିଛୁଇ ଧ୍ୱନି ହୟ । ତବେ ଆଆ ଥେକେ ଯାଯ । ଈଶ୍ୱର ଆବାର ନତୁନ କରେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ । ଈଶ୍ୱର ଯେ-ରୂପେ ଧ୍ୱନି କରେନ ତାର ନାମ ଶିବ । ଶିବ ଆମାଦେର ମଙ୍ଗଳେର ଜନ୍ୟ ଅଶୁଭକେ ଧ୍ୱନି କରେନ । ଶିବେର ଅନେକ ନାମ-



ଶିବ

ରୁଦ୍ର, ପଶୁପତି, ମହାଦେବ, ଆଶୁତୋଷ, ଭୋଲାନାଥ, ବୈଦ୍ୟନାଥ, ନଟରାଜ ଇତ୍ୟାଦି ।

## দেব-দেবী ও পূজা

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ; তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা। কপালের উপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। হাতে থাকে দুটি বাদ্য যন্ত্র – ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান অস্ত্র। শিবের পরণে বাঘের চামড়া। ঝাড় শিবের বাহন।

যেকোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে শিবপূজা করা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী এবং এ রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত।

বেলপাতা শিবের খুব প্রিয়। তাই শিবপূজায় বেলপাতার অবশ্যই প্রয়োজন। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বনি হয়। আমাদের মঙ্গল হয়।

শিবের পূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

## শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।  
নিবেদয়ামি চাআনৎ ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

**অর্থ :** তিনি কারণের (সূক্ষ্মি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কর। হে পরমেশ্বর, তুমিই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

## দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। তাঁর অনেক নাম, অনেক রূপ। যেমন – মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর আরেক নাম দুর্গতিনাশিনী।

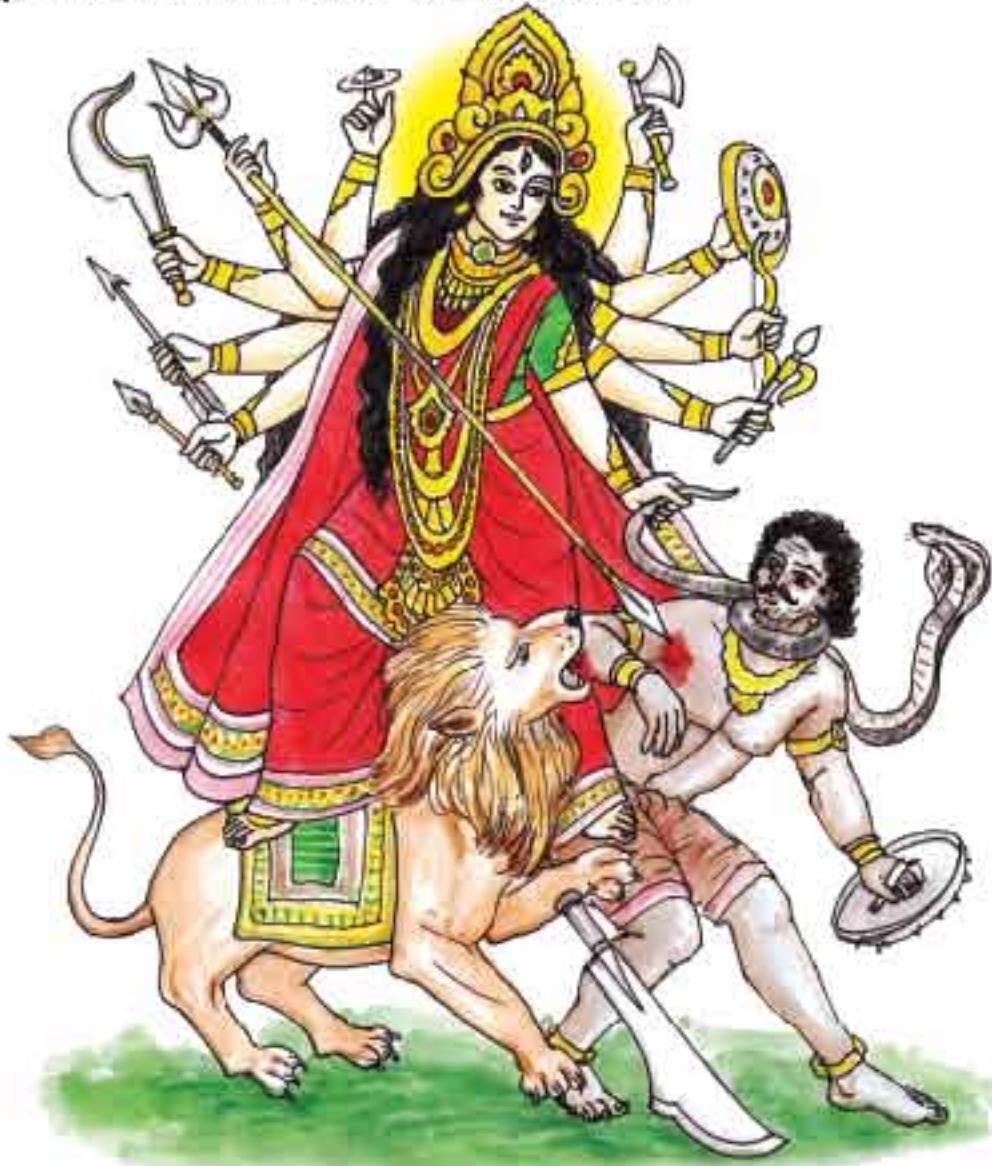
অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভূজা। দশ হাতে তাঁর দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচতুর্ণীতে দেবী দুর্গার কাহিনী আছে। সেখান থেকে জানা যায়, দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তাই তাঁর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি আরও অনেক অসুরকে বধ করেছেন। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচতুর্ণী পাঠ করা হয়।

ଶରୀରକାଳେ ମୂର୍ଖୀଶୁଦ୍ଧା ହେଁ । ଏବନ୍ୟ ମୂର୍ଖୀଶୁଦ୍ଧାକେ ପାଞ୍ଚମୀଯା ପୂଜାଇ ଥାଲେ । କାଳକାଳେও ମୂର୍ଖୀଶୁଦ୍ଧା ହେଁ । ଏକେ ବାସନ୍ତୀଶୁଦ୍ଧା କଲା ହେଁ ।

ମୂର୍ଖୀକେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାନୀ କଲା ହେଁ । କାଳପ ତିନି ସକଳ ଧ୍ୟାନ ଯତ୍ନାଳ କରନ୍ତି । ମୂର୍ଖୀ ମେହି ଆବାଦେଶ ଶର୍ତ୍ତି ଦେନ । ମାହସ ଦେନ । ମୂର୍ଖୀନାମ ଅଗ୍ରଳ କରାଳେ ସକଳ ଦିଗନ ମୂର୍ଖ ହେଁ । ତାହିଁ ସମ୍ମାନାଳେ ମୂର୍ଖୀ, ମୂର୍ଖୀ ବନ୍ଦତେ ହେଁ ।

ମୂର୍ଖୀଶୁଦ୍ଧା ପୋରେ ଆମରୀ ଢାଇ ଥିଲା ଏଥାଏ ଅଛୁ ବଳେ ଢାଇକେ ଥିଲାଏ କରି ।



ମେହି ମୂର୍ଖୀ

## দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র

সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।  
শরণ্যে ত্রয়ম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহন্তুতে ॥

**অর্থ :** হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার ।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ব্রহ্মার প্রিয় ফুলের রং	
২। বিষ্ণুর প্রিয় পাতা	
৩। শিবের প্রিয় পাতা	
৪। কোথাও যাত্রাকালে বলতে হয়	

ব্রহ্মার আশীর্বাদে আমরা সৃষ্টির কাজে প্রেরণা পাই। বিষ্ণুকে পূজা করে পবিত্র হই। বিষ্ণুর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমরা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বৃদ্ধ হই। শিব যেমন আমাদের মঙ্গল করেন, তেমনি আমরাও অন্যের মঙ্গল করার জন্য উৎসাহিত হই। দুর্গা দেবীর প্রেরণায় শক্তি পাই। সাহস পাই। এ-সকল দেব-দেবীর পূজার এই শিক্ষা আমরা আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ করব।

## অনুশীলনী

**ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :**

- ১। ব্রহ্মা \_\_\_\_\_ করেন।
- ২। বিষ্ণু আমাদের \_\_\_\_\_ করেন।
- ৩। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁদের বলা হয় \_\_\_\_\_।
- ৪। শিবের উপাসকদের \_\_\_\_\_ বলা হয়।
- ৫। শিবের বাহন \_\_\_\_\_।
- ৬। দুর্গাপূজায় \_\_\_\_\_ পাঠ করতে হয়।

খ. ଡାନ ପାଶ ଥେକେ ଶବ୍ଦ ଏଣେ ବାମ ପାଶେର ଶବ୍ଦେର ସଙ୍ଗେ ମେଳାଓ :

୧। ଟେଖରେର ସାକାର ରୂପ	ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରା ହୟ ।
୨। ଦେବ-ଦେବୀଦେର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାର ଜନ୍ୟ	ଅତ୍ସୀ ଫୁଲେର ମତୋ ଗାଡ଼ ହଲୁଦ ।
୩। ଶର୍ତ୍କାଳେ	ଦମନ କରେନ ।
୪। ବିଷ୍ଣୁ ଦୁଷ୍ଟଦେର	ଆଶୁତୋସ ।
୫। ଯାତ୍ରାକାଳେ	ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ବଲତେ ହୟ ।
୬। ଶିବେର ଆରେକ ନାମ	ଦେବ-ଦେବୀ । ପୂଜା କରା ହୟ ।

ଘ. ସଠିକ ଉତ୍ତରାଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

୧। ବ୍ରକ୍ଷାର ବାହନ କୀ ?

- |         |           |
|---------|-----------|
| କ. ପୌଛା | ଖ. ଇନ୍ଦୁର |
| ଗ. ହେସ  | ଘ. ମହୁର   |

୨। ଦୁର୍ଗା କିସେର ଦେବୀ ?

- |               |            |
|---------------|------------|
| କ. ବିଦ୍ୟାର    | ଖ. ସୃଷ୍ଟିର |
| ଗ. ଧନ-ସମ୍ପଦେର | ଘ. ଶକ୍ତିର  |

୩। ସକଳ ପୂଜାର ଶୁରୁତେ କୋଣ ଦେବତାର ନାମ ଅରଣ କରତେ ହୟ ?

- |            |             |
|------------|-------------|
| କ. ଦୁର୍ଗାର | ଖ. ବିଷ୍ଣୁର  |
| ଗ. ଶିବେର   | ଘ. ବ୍ରକ୍ଷାର |

୪। ଶିବେର ହାତେର ଏକଟି ବାଦ୍ୟଯତ୍ରେର ନାମ —

- |         |          |
|---------|----------|
| କ. ଡମରୁ | ଖ. ଢାକ   |
| ଗ. ଢୋଲ  | ଘ. କରତାଳ |

୫। ଦୁର୍ଗାର ହାତ କୟାଟି ?

- |          |         |
|----------|---------|
| କ. ସାତଟି | ଖ. ଆଟଟି |
| ଗ. ନୟଟି  | ଘ. ଦଶଟି |

৬। শক্তির উপাসকদের কী বলে ?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. বৈষ্ণব | খ. শান্ত   |
| গ. শৈব    | ঘ. গাণপত্য |

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাঁকে কী বলে ?
- ২। চারজন দেব-দেবীর নাম লেখ ।
- ৩। ব্রহ্মার বাম দিকের দুই হাতে কী কী থাকে ?
- ৪। বিষ্ণু কাদের দমন করেন ?
- ৫। কোন তিথিতে শিবপূজা করা হয় ?
- ৬। দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। ব্রহ্মার বর্ণনা দাও ।
- ২। বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা কর ।
- ৩। বিষ্ণুর পূজা করলে কী ফল লাভ হয় ?
- ৪। শিবের প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ ।
- ৫। দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও ।
- ৬। দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ ।

# তৃতীয় অধ্যায়

## মুনি-খবি ও ধর্মগ্রন্থ

### প্রথম পরিচেদ

### মুনি-খবি

প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অরণ্যে বসে ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তাঁদের কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা তপস্যার দ্বারা লোভ-লালসা জয় করেছিলেন। তপস্যায় তাঁরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁদের বলা হয় মুনি।



মুনি

## মুনি-খবি ও ধর্মগ্রন্থ

যেসব মুনি তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো খবি। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র। মুনি-খবিরা ছিলেন সেকালের শিক্ষক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উঙ্গাবক। কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-খবি হলেন - অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কথ, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি।

মুনি-খবিদের সম্পর্কে তিনটি বাক্য নিচের ছকে লিখি :

- |    |
|----|
| ১। |
| ২। |
| ৩। |

খবিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সাতটি শ্রেণি হলো - ব্রহ্মার্থি, দেবর্থি, মহর্থি, পরমর্থি, কাঙ্গর্থি, শুতর্থি ও রাজর্থি।

**ব্রহ্মার্থি** - ব্রহ্ম বা ঈশ্঵র সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁরা ব্রহ্মার্থি। যেমন - বশিষ্ঠ।

**দেবর্থি** - যিনি দেবতা হয়েও খবি তিনি দেবর্থি। যেমন - নারদ। দেবর্থি ঘর্ণে বাস করেন।

**মহর্থি** - খবিদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ও মহান তাঁরা মহর্থি। যেমন - ব্যাসদেব।

**পরমর্থি** - পরম ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি পরমর্থি। যেমন - পৈল।

**কাঙ্গর্থি** - বেদের দুটি কাঙ্গ - কর্মকাঙ্গ ও জ্ঞানকাঙ্গ। কর্মকাঙ্গে আছে যাগ-যজ্ঞের কথা। আর জ্ঞানকাঙ্গে আছে জ্ঞানের কথা, ব্রহ্মের কথা। বেদের কোনো কাঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানী খবিদের বলা হয় কাঙ্গর্থি। যেমন - জৈমিনি বেদের কর্মকাঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন।

**শুতর্থি** - বেদ ঈশ্বরের বাণী। খবিরা তপস্যা করে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন। কিন্তু এভাবে সকল খবি বেদমন্ত্র লাভ করেননি। কেউ কেউ অন্য খবির কাছ থেকে শুনেছেন। যাঁরা শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন তাঁরাই শুতর্থি। যেমন - সুশুত।

**রাজর্থি** - রাজা হয়েও যিনি খবি তিনি রাজর্থি। তিনি খবির মতো জ্ঞানী। খবির মতো আচরণ করেন। যেমন - রাজা জনক।

মুনি-খবিদের অনেক গুণ। তাঁরা সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন। জগতের মঙ্গল

କାମନା କରେନ । ଜଗତେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ ତାରା ନିଜେର ଜୀବନଓ ଦାନ କରତେ ପାରେନ । ତାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ଆମରା ଅନେକ ଜ୍ଞାନେର କଥା ଜାନତେ ପାଇ । ବିଶ୍ୱେର ସକଳେର ମଙ୍ଗଲେର କଥା ପାଇ । ଆମରାଓ ତାଦେର ମତୋ ଜ୍ଞାନୀ ହବ । ତାରା ଯେମନ ସକଳେର ମଙ୍ଗଳ କରେଛେନ, ଆମରାଓ ତେମନି ସକଳେର ମଙ୍ଗଳ କରବ ।

ଏଥାନେ ଆମରା ଦୁଇଜନ ଝାଫିର କଥା ଜାନବ ।

## ଝାଫି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକଜନ ବିଖ୍ୟାତ ଝାଫି ଛିଲେନ । ତାର ପିତାର ନାମ ଗାଧି । ଗାଧି କାନ୍ୟକୁଜେର ରାଜା ଛିଲେନ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର ପିତାମହେର ନାମ ଛିଲ କୁଶିକ । ଏଜନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୌଶିକ ନାମେଓ ପରିଚିତ ଛିଲେନ ।

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଛିଲେନ କ୍ଷତ୍ରିୟ । ରାଜପୁତ୍ର । ତିନି ରାଜାଓ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରେ ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ଵ ଲାଭ କରେନ । ବ୍ରକ୍ଷାର ବରେ ତିନି ରାଜର୍ଷି ହନ । ତାରପରେ ହନ ବ୍ରକ୍ଷର୍ଷି ।

ଏକବାର ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶିକାରେ ଗିଯେଛିଲେନ । ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ-ସାମନ୍ତ । ସୁରତେ ସୁରତେ ସବାଇ ଖୁବ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ । କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ । ପିପାସାର୍ତ୍ତ । କାହେଇ ଛିଲ ବ୍ରକ୍ଷର୍ଷି ବଶିଷ୍ଟେର ଆଶ୍ରମ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଟେର ଆଶ୍ରମେ ଗେଲେନ । ବଶିଷ୍ଟେର ଏକଟି କାମଧେନୁ ଛିଲ । ତାର କାହେ ଯା ଚାଓୟା ହୟ, ତା-ଇ ପାଓୟା ଯାଯ । ବଶିଷ୍ଟ କାମଧେନୁର ସାହାୟ ନିଲେନ । ସବାର ଖାଓୟା-ଦାଓୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଲୋ । ଅନେକ ମଜାଦାର ଖାବାର । ସୈନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖେରେ-ଦେଯେ ଖୁବ ଖୁଶି ହଲେନ । ସକଳେର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହଲୋ ।

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କାମଧେନୁର କ୍ଷମତା ଦେଖେ ଖୁବ ଅବାକ ହଲେନ । ମନେ ମନେ ତିନି କାମଧେନୁଟି କାମନା କରଲେନ । ବଶିଷ୍ଟେର କାହେ ତିନି ତାର ଇଚ୍ଛାଓ ପ୍ରକାଶ କରଲେନ । ବିନିମୟେ ଏକ ହାଜାର ଗଭୀ ଦେଓୟାର କଥା ବଲଲେନ । କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ମତ ହଲେନ ନା । କିଛୁତେଇ ତିନି କାମଧେନୁ ଦେବେନ ନା । ତଥନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜୋର କରେ କାମଧେନୁଟି ନିତେ ଗେଲେନ । କାମଧେନୁ ହାମ୍ବା ହାମ୍ବା କରତେ ଲାଗଲ । କାମଧେନୁର କ୍ଷମତାଯ ଅନେକ ସୈନ୍ୟେର ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ । ଦୁଇ ପକ୍ଷେ ତୁମୁଲ ଯୁଦ୍ଧ ହଲୋ । ଯୁଦ୍ଧେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର ସୈନ୍ୟରା ହେରେ ଗେଲ । ଏବାର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଟକେ ଆକ୍ରମଣ କରଲେନ । ଏକଟାର ପର ଏକଟା ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରଲେନ । କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଟେର କିଛୁ ହଲୋ ନା । ତିନି ବ୍ରକ୍ଷଦନ୍ତ ଦିଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର ବାଣ ନଷ୍ଟ କରେ ଦିଲେନ ।

ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରାଜିତ ହଲେନ । ତାର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହଲୋ । ତାର ଶକ୍ତିର ଉପର ଖୁବ ଅହଂକାର ଛିଲ । ସେଇ ଅହଂକାର ଚାର୍ଚ ହୟେ ଗେଲ । ତାର ଧାରଣା ଛିଲ – କ୍ଷତ୍ରିୟରା ସବଚେଯେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ।

## মুনি-ঝৰি ও ধৰ্মগ্রন্থ

ক্ষত্ৰিয়দেৱ প্ৰধান কাজ হলো যুদ্ধ কৱা। রাজ্য রক্ষা কৱা। আৱ ব্ৰাহ্মণদেৱ কাজ হলো তপস্যা কৱা। যাগ-যজ্ঞ কৱা। সেই তপস্যাশক্তিৰ কাছে অস্ত্ৰশক্তি পৱাস্ত হলো। বিশ্বামিত্ৰ তাই ব্ৰাহ্মণেৱ তপস্যাকেই শ্ৰেষ্ঠ শক্তি মনে কৱলেন।

নিচেৱ ছকটি পূৱণ কৱি :

১। বিশ্বামিত্ৰেৱ আৱেক নাম	
২। বিশ্বামিত্ৰ বশিষ্ঠেৱ কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	
৩। বশিষ্ঠেৱ সঙ্গে যুদ্ধে বিশ্বামিত্ৰ	

বিশ্বামিত্ৰ তাঁৱ রাজ্য ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন তপস্যায়। তাঁৱ ব্ৰাহ্মণত্ব লাভ কৱতেই হবে। এটা তাঁৱ প্ৰতিজ্ঞা। তিনি কঠোৱ তপস্যা কৱলেন। তাঁৱ তপস্যায় ব্ৰহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। ব্ৰহ্মাৱ বৱে তিনি ব্ৰাহ্মণত্ব লাভ কৱলেন। হলেন ব্ৰহ্মৰ্বি। তিনি তখন তপোবনে বাস কৱেন। ঝৰি হিসেবে তাঁৱ খুব নাম। সবাই তাঁকে শ্ৰদ্ধা কৱে।

বিশ্বামিত্ৰেৱ মতো আমৱাও সকল কাজে যত্নশীল হবো। মানুষেৱ মঙ্গল কৱব। তাঁৱ জীবন থেকে আমৱা গ্ৰহণ কৱব ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতাৱ শিক্ষা।

## বিদুষী গাগী

বেদে অনেক নারী ঝৰিৱ নাম পাওয়া যায়। যেমন - গাগী, ঘোষা, বিশ্বারা, অপালা, লোপামুদ্রা প্ৰভৃতি।

তখন চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্ৰবিদ্যা, ব্ৰহ্মবিদ্যা প্ৰভৃতিৰ চৰ্চা হতো। সৃষ্টা, সৃষ্টি, আআ, জন্ম-মৃত্যু প্ৰভৃতি সম্পর্কে গভীৱ জ্ঞানকে বলা হতো ব্ৰহ্মবিদ্যা। ব্ৰহ্ম থেকেই জীব ও জগতেৱ সৃষ্টি হয়, একেই বলে ব্ৰহ্মজ্ঞান। সেকালে নারীৱাও ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ চৰ্চা কৱেছেন। তাঁদেৱ মধ্যে গাগী অগ্ৰগণ্য ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত বিদুষী গাগী, ব্ৰহ্মবাদিনী গাগী।

গাগীৱ ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। একবাৱ মিথিলাৱ রাজা জনক এক বিৱাট যজ্ঞেৱ আয়োজন কৱেছিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত ছিলেন। বহু মুনি-

খাপিও ছিলেন। বিদুষী গার্গীও সেখানে গিয়েছিলেন। এই যজ্ঞে অনেক দান-দক্ষিণা করা হয়। তাই এর নাম ‘বহুদক্ষিণ যজ্ঞ’।

রাজা জনক ঘোষণা করলেন, ‘এ যজ্ঞ সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্ৰহ্মজ্ঞানী, তাঁকে আমি এক সহস্র গাভী দান কৱৰ।’

জনকের এই ঘোষণা শুনে মহৰ্ষি যাজ্ঞবক্ষ্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্ৰহ্মজ্ঞানী দাবি কৱে সহস্র গাভী গ্ৰহণ কৱার কথা বললেন। কিন্তু সবাই তা বিনাবাক্যে মেনে নিলেন না।

অনেকের সঙ্গে যাজ্ঞবক্ষ্যের বিতর্ক হলো। ব্ৰহ্মবিদ্যা নিয়ে বিতর্ক। যাজ্ঞবক্ষ্যকে অনেক প্ৰশ্ন কৱা হলো। যাজ্ঞবক্ষ্যও সকল প্ৰশ্নের উত্তৰ দিলেন। বিদুষী গার্গী ছাড়া অন্য সবাই তাঁৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন।

গার্গী যাজ্ঞবক্ষ্যকে প্ৰশ্ন কৱতে লাগলেন। একের পৱ এক প্ৰশ্ন। যাজ্ঞবক্ষ্যও প্ৰশ্নের উত্তৰ দিতে লাগলেন। গার্গীৰ বিষয় কৃমে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। এক পৰ্যায়ে তাঁৰ প্ৰশ্নেৰ বিষয় হলো ব্ৰহ্মজ্ঞান।

যাজ্ঞবক্ষ্য তখন গার্গীকে থামতে বললেন। কাৱণ বেদে প্ৰশ্ন কৱার একটা সীমা নিৰ্দেশ কৱা আছে। যাজ্ঞবক্ষ্য গার্গীৰ সকল প্ৰশ্নের উত্তৰ দিয়েছেন। তাই তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ব্ৰহ্মবিদ। তিনিই জনকের দান গ্ৰহণ কৱলেন।

যাজ্ঞবক্ষ্য শ্রেষ্ঠ ব্ৰহ্মজ্ঞানী হলেও গার্গীৰ জ্ঞানও কম ছিল না। তাই সবাই তাঁকে ব্ৰহ্মবাদিনী বলে স্বীকাৰ কৱে নিলেন। জানালেন অভিনন্দন।

আজও আমৱা তাঁকে স্মৰণ কৱি। শ্ৰদ্ধা কৱি।

ব্ৰহ্মৰ্থি বিশ্বামিত্ৰ এবং বিদুষী গার্গীৰ জীবনী থেকে আমৱা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, বাহুবলেৰ চেয়ে তপোবল বড়। অন্তৰ বলেৰ চেয়ে জ্ঞানবল বড়। যথাৰ্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হলে নারী-পুৱুষে কোনো ভেদ থাকে না। জ্ঞান অৰ্জন কৱলে নারী-পুৱুষ উভয়ই সমাজে সমাদৰ লাভ কৱেন। অতএব, আমৱাও যথাৰ্থ জ্ঞান অৰ্জন কৱৰ।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। মুনি-খবিরা অরণ্যে বসে \_\_\_\_\_ তপস্যা করতেন।
- ২। মুনিরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক \_\_\_\_\_ লাভ করেছিলেন।
- ৩। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় \_\_\_\_\_।
- ৪। বিশ্বামিত্র \_\_\_\_\_ নামেও পরিচিত ছিলেন।
- ৫। আমরাও বিশ্বামিত্রের মতো মানুষের \_\_\_\_\_ করব।
- ৬। ব্রহ্মবিদ্যায় \_\_\_\_\_ গাঁৰি ছিলেন অগ্রগণ্য।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন _____	কামধেনু।
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	গাঁৰি।
৩। যাজ্ঞবক্ষ্যের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন	ত্যাগী।
৪। মুনি-খবিরা ছিলেন	ব্রহ্মবি।
৫। মুনি-খবিরের কাছে আমরা শিখি	কষ্টসহিষ্ণুতা। মেত্রেয়ী।

### গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। খবিরের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. চারটি

খ. পাঁচটি

গ. ছয়টি

ঘ. সাতটি

২। মুনি-খবিরা কেন তপস্যা করেছেন?

ক. ধনী হওয়ার জন্য

খ. রাজা হওয়ার জন্য

গ. মানুষের মঙ্গল করার জন্য

ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

**୩। ବହୁଦକ୍ଷିଣ ଯଜ୍ଞ କରା ହତୋ ?**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| କ. ଅନେକ ଦାନ କରା ହତୋ     | ଖ. ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଓଯା ହତୋ |
| ଗ. ଆର୍ତ୍ତର ସେବା କରା ହତୋ | ଘ. ଆତୀୟଦେର ଖାଓଯାନୋ ହତୋ        |

**୪। ବ୍ରହ୍ମର୍ଥ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ବିଦୁୟୀ ଗାଗୀର ଜୀବନ ଥେକେ ଆମରା ଶିକ୍ଷା ପାଇ —**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| କ. ବାହୁବଳ ବଡ଼   | ଖ. ଜନବଳ ବଡ଼  |
| ଗ. ଅନ୍ତ୍ରବଳ ବଡ଼ | ଘ. ତପୋବଳ ବଡ଼ |

**୫। ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ବଲତେ ଆମରା କାକେ ବୁଝି ?**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| କ. ଯିନି ଜ୍ଞାନଚର୍ଚା କରେନ     | ଖ. ଯିନି ବ୍ରହ୍ମାଚିନ୍ତା କରେନ             |
| ଗ. ଯିନି ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବାସ କରେନ | ଘ. ଯିନି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେନ |

**୪. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ :**

- ୧। ମହର୍ଷି ବଲତେ କାଦେର ବୋଧାନୋ ହେଁଥେ ?
- ୨। ଯେକୋନୋ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣିର ଖ୍ୟାତି ବର୍ଣନା ଦାଓ ।
- ୩। ଯାଜ୍ଞବକ୍ଷ୍ୟ ସହସ୍ର ଗାଭୀ ଗ୍ରହଣେର ଦାବି କରଲେନ କେନ ?
- ୪। କୀ ନିଯେ ଖ୍ୟାତ ଯାଜ୍ଞବକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବିଦୁୟୀ ଗାଗୀର ମଧ୍ୟେ ବିତର୍କ ହେଁଛିଲ ?
- ୫। ପୌର୍ଣ୍ଣଜନ ମୁନି-ଖ୍ୟାତିର ନାମ ଲେଖ ।
- ୬। ପୌର୍ଣ୍ଣଜନ ନାରୀ ଖ୍ୟାତିର ନାମ ଲେଖ ।

**୫. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ :**

- ୧। କାଦେର ମୁନି-ଖ୍ୟାତି ବଲା ହତୋ ?
- ୨। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛିଲେନ କେନ ?
- ୩। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୋନ ଖ୍ୟାତିର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଛିଲେନ ? କେନ ?
- ୪। ଯାଜ୍ଞବକ୍ଷ୍ୟକେ ଅନ୍ୟ ଖ୍ୟାତିରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଲେ ମେନେ ନିଯେଛିଲେନ କେନ ?
- ୫। ଖ୍ୟାତ ଗାଗୀ କେନ ବିଖ୍ୟାତ ହେଁଛିଲେନ ?
- ୬। ମୁନି-ଖ୍ୟାତିର ଆଦର୍ଶ ଆମରା ଅନୁସରଣ କରବ କେନ ?

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ধর্মগ্রন্থ

আমরা জানি, ধর্মগ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে। ঈশ্বরের কথা থাকে। অন্যান্য জ্ঞানের কথাও থাকে। মানুষের মজালের কথা থাকে। জীবকে সেবা করার কথা থাকে। অনেক উপদেশ থাকে। এই উপদেশগুলো মেনে চললে আমাদের মজাল হয়।

আমরা এও জানি, বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং বেদ ছাড়া হিন্দুধর্মের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন – উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা রামায়ণ সম্পর্কে জেনেছি। এবার মহাভারত সম্পর্কে জানব।

### মহাভারত

মহাভারত একখানা বিশাল গ্রন্থ। এটি সংকৃত ভাষায় রচনা করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর মূল নাম কৃষ্ণদেবপায়ন। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনী-উপকাহিনী। হিন্দুরা রামায়ণের মতো মহাভারতকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। নিত্য মহাভারত শোনে। পাঠ করে। মহাভারতের কথা অমৃতের ন্যায়। তা শুনলে পুণ্য হয়। তাই কাশীরাম দাস বলেছেন —

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।  
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিশাল মহাভারত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় পর্ব। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব আছে। পর্বগুলো হলো—

- (১) আদি পর্ব
- (২) সভা পর্ব
- (৩) বন পর্ব
- (৪) বিরাট পর্ব
- (৫) উদ্যোগ পর্ব
- (৬) ভীম পর্ব
- (৭) দ্রোণ পর্ব
- (৮) কর্ণ পর্ব
- (৯) শল্য পর্ব
- (১০) সৌন্দর্য পর্ব
- (১১) স্ত্রী পর্ব
- (১২) শান্তি পর্ব
- (১৩) অনুশাসন পর্ব
- (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব
- (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব
- (১৬) মৌসল পর্ব
- (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং
- (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

## (১) আদি পর্ব

অনেক কাল আগের কথা। ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এক সময় তার রাজা ছিলেন শান্তনু। শান্তনুর তিন ছেলে – দেবত্বত, চিরাঙ্গাদ ও বিচ্ছিন্নবীর্য। দেবত্বত বড়। কিন্তু তিনি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন – বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনেও বসবেন না। এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাঁর নাম হয় ভীম। চিরাঙ্গাদ অল্প বয়সে মারা যান। তাই শান্তনুর পর বিচ্ছিন্নবীর্য রাজা হন। তাঁর দুই ছেলে – ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চ। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই বিচ্ছিন্নবীর্যের মৃত্যুর পর পাঞ্চ রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। দুর্যোধনদের বলা হয় কৌরব। পাঞ্চুর পঁচ ছেলে। বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। ঐদের বলা হয় পাঞ্চব। পাঞ্চুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হলো। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নিলেন না। তিনি পাঞ্চবদের মেরে ফেলার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পরে ধৃতরাষ্ট্র পাঞ্চবদের অর্ধেক রাজ্য দান করলেন। খান্ডবপ্রস্থ হলো পাঞ্চবদের রাজ্য।

নিচের ছক্তি পূরণ করি :

১। দুর্যোধনদের বলা হয়	
২। যুবরাজ হলেন	
৩। পাঞ্চবদের রাজ্য হলো	

## (২) সভা পর্ব

পাঞ্চবদের রাজ্যছাড়া করার জন্য দুর্যোধন নতুন ফণি আঁটলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী পাঞ্চবরা স্ত্রী দ্রৌপদীসহ বনবাসে গেলেন।

## (৩) বন পর্ব

পাঞ্চবরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে বারো বছর কেটে গেল। এরপর তাঁরা ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন বিরাট রাজ্যের রাজ্যে।

## (৪) বিরাট পর্ব

পাশা খেলায় পাঞ্চবদের জন্য একটা শর্ত ছিল। বারো বছর বনবাসে কাটানোর পরে এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। তাই বিরাট রাজ্যে তাঁরা এক বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।

## (৫) উদ্যোগ পর্ব

পাঞ্চবরা শর্ত পূৰণ কৱে দ্বৌপদীসহ হস্তিনাপুৱে ফিৱে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদেৱ  
প্ৰাপ্য রাজ্য ফিৱিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠিৰ তখন পাঁচ ভাইয়েৱ জন্য পাঁচটি গ্ৰাম চাইলেন।  
দুর্যোধন তাও দিলেন না। কৃষ্ণ উভয় পক্ষেৱ মধ্যে শান্তি স্থাপনেৱ চেষ্টা কৱলেন।  
কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যৰ্থ হলো। তখন পাঞ্চব ও কৌৱব উভয় পক্ষ যুদ্ধেৱ উদ্যোগ গ্ৰহণ  
কৱল।

## (৬) ভীষ্ম পর্ব

হস্তিনাপুৱেৱ কাছে কুৱক্ষেত্ৰ নামে একটি প্ৰান্তৰ ছিল। সেখানেই পাঞ্চব ও কৌৱবদেৱ  
মধ্যে যুদ্ধ শুৱু হবে। দুপক্ষই প্ৰস্তুত। কৌৱবদেৱ সেনাপতি ভীষ্ম। আৱ পাঞ্চবদেৱ  
সেনাপতি অৰ্জুন। শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনেৱ রথেৱ সাৱথি হন। যুদ্ধক্ষেত্ৰে বিপক্ষে গুৱজুন ও  
আতীয়-স্বজনদেৱ দেখে অৰ্জুনেৱ মন বিষাদগ্ৰস্ত হয়। তিনি শ্ৰীকৃষ্ণকে বলেন, আতীয়-  
স্বজনৱাই যদি না থাকে তাহলে সেই রাজ্য সুখ কোথায়? শ্ৰীকৃষ্ণ তখন অৰ্জুনকে  
বলেন— এ যুদ্ধ ধৰ্মযুদ্ধ। ধৰ্মেৱ জন্য, ন্যায়েৱ জন্য যুদ্ধ কৱলে তাতে পাপ হয় না। এতে  
অৰ্জুনেৱ মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ কৱতে উদ্যোগী হন। মহাভাৱতে বৰ্ণিত অৰ্জুনেৱ প্ৰতি  
শ্ৰীকৃষ্ণেৱ এই উপদেশসমূহ পৃথকভাৱে শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পৱিচিত।

দশদিন ধৰে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ভীষ্মেৱ শৱীৱে এত শৱ নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাঁৰ দেহ মাটিতে  
পড়ে না। তিনি শৱেৱ উপৰ শুয়ে থাকেন। একেই বলে ‘ভীষ্মেৱ শৱশয্যা’।

## (৭) দ্রোগ পর্ব

ভীষ্মেৱ পৱ কৌৱব পক্ষেৱ সেনাপতি হন দ্রোগাচাৰ্য। ভয়জকৱ যুদ্ধ শুৱু হয়। অৰ্জুন  
একদিকে যুদ্ধ ব্যস্ত। অন্যদিকে দ্রোগাচাৰ্য চক্ৰবৃহ রচনা কৱেন। অৰ্জুনেৱ পুত্ৰ অভিমন্ত্য  
তাঁৰ মধ্যে প্ৰবেশ কৱেন। তিনি একা। অপৱদিকে সাতজন রথী একসঙ্গে তাঁকে আক্ৰমণ  
কৱেন। অভিমন্ত্য নিহত হন। এতে অৰ্জুন ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। যুদ্ধ চলতে থাকে। এক  
পৰ্যায়ে দ্রোগাচাৰ্য নিহত হন। এতে তাঁৰ পুত্ৰ অশ্বথামা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

## (৮) কৰ্ণ পর্ব

দ্রোগাচাৰ্যেৱ মৃত্যুৰ পৱ মহাবীৱ কৰ্ণ কৌৱবদেৱ সেনাপতি হন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুৱু  
হয়। কৰ্ণেৱ হাতে অৰ্জুন ছাড়া পাঞ্চবদেৱ সবাই পৱাজিত হন। অন্যদিকে ভীমেৱ হাতে  
দুর্যোধনেৱ ভাইয়েৱা একে একে নিহত হতে থাকেন। তাৱপৱ এক পৰ্যায়ে অৰ্জুনেৱ হাতে  
কৰ্ণ নিহত হন।

## (১) শল্য পর্ব

কর্ণের পর কৌরবদের সেনাপতি হন রাজা শল্য। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধে। এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য নিহত হন। সহদেবের হাতে নিহত হন দুর্যোধনের মামা শকুনি। দুর্যোধন পালিয়ে দৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকেন। এ-কথা জানতে পেরে পাঞ্চবরা সেখানে যান। তাঁরা দুর্যোধনকে অনেক তিরঙ্গার করেন। দুর্যোধন হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসেন। ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু হয়। ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।



## (১০) সৌপ্তিক পর্ব

সুপ্ত শন্দের অর্থ ঘুমত্ব। এই পর্বে অশ্঵থামা ঘুমত্ব পাঞ্চব সৈন্যদের হত্যা করেন। তাই এই পর্বের নাম হয় সৌপ্তিক পর্ব।

অশ্঵থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গভীর রাতে পাঞ্চব শিবিরে প্রবেশ করেন। একে একে তিনি অনেককে হত্যা করেন। দ্বৌপদীর পাঁচ পুত্রকেও তিনি হত্যা করেন পঞ্চপাঞ্চব ভেবে। কিন্তু পাঞ্চবরা ঐ শিবিরে ছিলেন না। অশ্঵থামা পাঁচ পুত্রের মাথা নিয়ে আহত দুর্যোধনের নিকট যান। দুর্যোধন বুঝতে পারেন এরা পাঞ্চব নন। পঞ্চপাঞ্চবের পুত্র। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। দুঃখে-কষ্টে তাঁর মৃত্যু হলো। দ্বৌপদী পুত্রশোকে হাহাকার করতে লাগলেন। পাঞ্চব শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এলো।

## (১১) স্ত্রী পর্ব

আঠারো দিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। ধূতরাষ্ট্রের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। হস্তিনার ঘরে ঘরে শুধু কান্না। কৌরব স্ত্রীগণসহ ধূতরাষ্ট্র এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁরা আজীয়দের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ব্যাসদেব ধূতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেন। তারপর মৃতদেহের সৎকার করে সকলে গেলেন গজার তীরে। সেখানে সকলে মৃতদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিলেন। গান্ধারী পুত্রশোকে পাগলের ন্যায় হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বোঝালেন।

## (১২) শান্তি পর্ব

এবার যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার পালা। কিন্তু তিনি রাজা হতে চাইলেন না। কারণ এত লোক হত্যা করে রাজা হওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বোঝালেন। অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর মন শান্ত হলো। তিনি রাজা হলেন। তারপর গেলেন ভীষ্মের কাছে এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্মও তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন।

## (১৩) অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্ম, শান্তি প্রতৃতি সম্পর্কে জানলেন। ভীষ্মকে শরণয্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে যুধিষ্ঠির খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে বললেন, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সেই ধর্ম পালন করেছ। এরপর তিনি

যুধিষ্ঠিরকে অতিথিসেবা, আআশক্তি, গুরুত্বক্তি, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি ষ্ট্রেচায় মৃত্যুবরণ করেন, কারণ তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু।

## (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব

ভীষ্মের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠে যুধিষ্ঠির রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এক বছর ধরে যজ্ঞের অশ্ব বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এলো। অশ্বের সঙ্গে ছিলেন অর্জুন এবং সৈন্য-সামন্ত। অনেক রাজার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হলো। সকলকে তিনি পরাজিত করলেন। সকল রাজাকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মুনি-ঝৰ্ণ, আতীয়-স্বজনসহ বহু লোকের সমাগম হলো। সকলে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করলেন।

## (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সকলে সুখেই ছিলেন। দেখতে দেখতে পনেরো বছর কেটে গেল। এমন সময় একদিন ধূতরাষ্ট্র বললেন তিনি বনে যাবেন। পাঞ্চবগণ বনে না যাওয়ার জন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল। অতঃপর ধূতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কুস্তী ও সঞ্জয় বনে চলে গেলেন। বিদুর কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করেন। তারপর একদিন দাবানলে ধূতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুস্তী পুড়ে মারা যান। আর সঞ্জয় হিমালয়ে চলে যান।

## (১৬) মৌসুল পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের লোকদের বলা হতো যাদব। যদুবংশ ধ্বংসের কারণ যাদবরাই। একদিন মহৰ্ষি বিশ্বামিত্র, কঢ় এবং নারদ দ্বারকায় এলেন। তখন কয়েকজন যাদব মহৰ্ষিদের প্রতারণা করার ফল্দি আঁটেন। তাঁরা শাস্তকে মহিলা সাজিয়ে মহৰ্ষিদের বললেন, দেখুন তো, এর ছেলে না মেরে হবে? মহৰ্ষিগণ প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা বললেন, ‘এর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হবে এবং তার দ্বারাই যদুবংশ ধ্বংস হবে।’ এই মুসলের কারণেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়। সেই শোকে বলরাম প্রাণ ত্যাগ করেন। আর বনের মধ্যে এক ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। এই ‘মুসল’ থেকেই এ পর্বের নাম হয় ‘মৌসুল পর্ব’।

## (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব

যদুবংশ ধৰ্মস এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে পাঞ্চবরা খুব কষ্ট পেলেন। তাঁরা অভিমন্ত্যুর পুত্র পরীক্ষিণকে সিংহাসনে বসিয়ে দ্বৌপদীসহ রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরা হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। পথে একে একে দ্বৌপদী ও চার ভাইয়ের মৃত্যু হলো। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র এলেন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যুধিষ্ঠির বলগেন, তিনি দ্বৌপদী এবং ভাইদের ছেড়ে স্বর্গে যাবেন না। দেবরাজ তাঁকে আশ্঵স্ত করে বলগেন যে, স্বর্গে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে। অতঃপর যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

## (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব

স্বর্গে গিয়েও যুধিষ্ঠিরের মন তালো নেই। দেবরাজ সেটা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের কাছে নিয়ে যেতে দেবদূতদের আদেশ দিলেন। তাঁরা তখন নরকে। কারণ সামান্য পাপ করলেও কিছু-না-কিছু নরক ভোগ করতে হয়। যুধিষ্ঠির নরকে গিয়ে নরকবাসীদের ভীষণ কষ্ট দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে নরকবাসীদের কষ্ট দূর হয়ে গেল। তিনি দ্বৌপদী, চার ভাই এবং অন্যান্য আতীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের নিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন।

আমরা সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী শুনলাম। এ কাহিনী অমৃত সমান। মহাভারতের মূল কথাই হচ্ছে, সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ‘যথা ধৰ্ম তথা জয়।’ কখনই কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে নিয়ে সুখী হওয়াই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের জীবনেও আমরা তাই দেখতে পাই। আর অধর্ম আচরণ করলে তার বিনাশ হয়। দুর্যোধন তথা কৌরবদের জীবনে তা-ই ঘটেছিল। আমরা সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে থাকব। এই নৈতিক শিক্ষাই আমরা মহাভারত থেকে পাই। তাই আমরা সবাই মহাভারত পড়ব এবং এর শিক্ষা জীবনে কাজে লাগাব।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। মহাভারত একটি \_\_\_\_\_ ।
- ২। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন \_\_\_\_\_ ।
- ৩। মহাভারতের মূল কাহিনী \_\_\_\_\_ যুদ্ধ ।
- ৪। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন \_\_\_\_\_ ।
- ৫। কুরু-পাঞ্চবের যুদ্ধে \_\_\_\_\_ অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন ।
- ৬। যেখানে ধর্ম, সেখানেই \_\_\_\_\_ ।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়	বিচ্ছিন্ন বীর্য ।
২। শান্তনুর পর রাজা হন	কাজে লাগাব ।
৩। অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	পরাজয় ।
৪। অসত্যের হয়	উপদেশ ।
৫। কুরু ও পাঞ্চবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মোট	আঠারো দিন ।
৬। মহাভারতের শিক্ষা আমাদের জীবনে	শ্রীকৃষ্ণ ।
	ধনদৌলত ।

### গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। কে বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন ?

- |                |             |
|----------------|-------------|
| ক. কাশীরাম দাস | খ. কৃষ্ণবাস |
| গ. চণ্ডীদাস    | ঘ. জ্ঞানদাস |

২। মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে ?

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. দশটি  | খ. বারোটি  |
| খ. ষোলটি | ঘ. আঠারোটি |

**৩। পাঞ্চুর ছেলেদের কী বলা হয়?**

- |           |         |
|-----------|---------|
| ক. পাঞ্চব | খ. কৌরব |
| গ. পৌরব   | ঘ. সৌরভ |

**৪। পাঞ্চবরা কতো বছর বনবাসে ছিলেন?**

- |         |          |
|---------|----------|
| ক. আট   | খ. দশ    |
| গ. বারো | ঘ. চৌদ্দ |

**৫। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চবদের পক্ষ নিলেন কেন?**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ক. সত্য রক্ষার জন্য  | খ. ধর্ম রক্ষার জন্য     |
| গ. সম্পদ রক্ষার জন্য | ঘ. বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য |

**৬। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ক. ধর্মের জয় হয়   | খ. শক্তির জয় হয়      |
| গ. ধনদৌলতের জয় হয় | ঘ. বুদ্ধিমানের জয় হয় |

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

- ১। মহাভারতের পাঁচটি পর্বের নাম লেখ।
- ২। যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে কে মেনে নিলেন না? কেন?
- ৩। মহাভারতের একটি পর্বকে সৌন্দির পর্ব বলা হয় কেন?
- ৪। পাঞ্চবরা কেন বনে যেতে বাধ্য হন?
- ৫। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে কী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন?
- ৬। পাঞ্চবদের রাজত্বকালে কুসুমী কাদের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

- ১। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কী উপকার হয়?
- ২। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
- ৩। যদুবংশ কীভাবে ধ্বংস হয়?
- ৪। ‘ভীষ্মের শরশয্যা’ বলতে কী বোঝা?
- ৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু কী?
- ৬। মহাভারতের প্রধান শিক্ষা কী?

## চতুর্থ অধ্যায়

### শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

#### শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা শব্দটির একটি অর্থ সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা। শ্রদ্ধার আরেকটি অর্থ আস্থা বা বিশ্বাস। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

মানবিক বা নৈতিক গুণ হিসেবে শ্রদ্ধার গুরুত্ব রয়েছে। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা দেয় এবং সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

#### সহনশীলতা

সহনশীলতাও শ্রদ্ধার মতোই একটি নৈতিক গুণ। সহনশীলতাও ধর্মের অঙ্গ। সহনশীলতার অপর নাম সহিষ্ণুতা। সহনশীলতার মানে হলো সহ্য করার ক্ষমতা। হিন্দুধর্মে একে তিতিক্ষা ও বলা হয়েছে। সহনশীলতা না থাকলে সমাজ সুস্থুতাবে চলতে পারে না। ঐক্য বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সমাজে শান্তি থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে সহনশীলতার গুরুত্ব স্ফীকার করতেই হবে।

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা না থাকলে নানা মত ও পথের মানুষ একসঙ্গে চলতে পারত না। শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভাবে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও অশান্তি। সুতরাং ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মতো মানবিক ও নৈতিক গুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনেক দেশ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। প্রতিটি দেশে রয়েছে অনেক মানুষ। তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা মত অনুসারে চলে। পৃথিবীর সব মানুষ এক। কিন্তু সকলের মত বা পথ এক নয়। ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাপন প্রণালি ভিন্ন-ভিন্ন। মানুষ নানাভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। এক অঞ্চলের একই ধর্মের লোকদের মধ্যেও ধর্মপালন, বিশ্বাস-সংক্ষরণ ও আচার-অনুষ্ঠান উদয়াপনে পার্থক্য রয়েছে।

## শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্ম পালন করেন। পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্ম আছে। এগুলোর মধ্যে চারটি প্রধান ধর্ম হলো – ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম।

হিন্দুরা ঈশ্বরের নাম কীর্তন করেন। ফুল, বেলপাতা, চন্দন ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের পূজা করেন। মুসলমানেরা নামাজ পড়েন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের ও যীশুর গুণগান করেন।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। যেমন – হিন্দুরা দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে বোনা বস্ত্র দান) প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন, ইস্টার স্যাটার ডে, ইস্টার সান ডে প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈদুলফিতর, ঈদুল-আজহা, ঈদে-মিলাদুল্লাহি প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন।

ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি :

১।
২।
৩।
৪।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আলাদা হলেও সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই বলে : সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, চুরি করবে না, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখবে ইত্যাদি।

নিজেদের উপাসনালয়কে হিন্দুরা বলেন মন্দির, বৌদ্ধরা বলেন মঠ বা মন্দির বা প্যাগোড়া, খ্রিস্টানেরা বলেন গির্জা আর মুসলমানেরা বলেন মসজিদ। নামে আলাদা হলেও সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য এক – আর তা হলো উপাসনা। পথ ভিন্ন হলেও সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও এক। আর তা হলো – স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন এবং জগৎ ও জীবনের মঙ্গল প্রার্থনা।

উদ্দেশ্য এক হলেও মত ও পথের ভিন্নতা রয়েছে। নিজের মত ও পথের প্রতি বা ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ, আর অন্যের মত, পথ বা ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা ক্ষতিকর। কারণ তা ডেকে আনে বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা।

অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতায় রূপ নেয়। তখন সমাজে অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাই পারে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে এক্য প্রতিষ্ঠা করতে।

আমরা হানাহানি চাই না। সাম্প্রদায়িকতা চাই না। আমরা চাই সম্প্রীতি, চাই ঐক্য, চাই শান্তি-শৃঙ্খলা। আর এজন্য দরকার পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা।

এ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা কেবল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকতে হবে তা নয়। বিশেষ চাহিদাসম্মন্ন শিশু, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যেও চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। তা না হলে সমাজে শান্তি থাকবে না। মানুষ কষ্ট পাবে।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই কাউকে কষ্ট দেওয়া মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। এ কারণে আমরা কাউকে কষ্ট দেব না। আমরা বিশেষ চাহিদাসম্মন্ন শিশু, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হব। সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানাব। অন্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে আমরাও সানন্দে যোগদান করব। তাহলে আমরা সম্প্রীতির মধ্যে, শান্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সকলে মিলে-মিশে বসবাস করতে পারব।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। শ্রদ্ধা কথাটির অর্থ \_\_\_\_\_ জানানো।
- ২। শ্রদ্ধা করা একটি নেতৃত্বিক \_\_\_\_\_।
- ৩। সহনশীলতা ধর্মের \_\_\_\_\_।
- ৪। বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের পরস্পরের প্রতি \_\_\_\_\_ হওয়া আবশ্যিক।
- ৫। সমাজে \_\_\_\_\_ জন্য দরকার সহনশীলতা।

## শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। শ্রদ্ধা ধর্মের —	অপরিহার্য।
২। সহনশীলতা সমাজের জন্য	অশান্তি।
৩। সহনশীলতার অভাবে সৃষ্টি হয়	প্যাগোড়া।
৪। বৌদ্ধরা মন্দিরকে বলে	তিতিক্ষা।
৫। সহনশীলতার অপর নাম	অঙ্গ। দয়া।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। শ্রদ্ধা মানে —

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ক. দয়া করা      | খ. মায়া দেখানো |
| গ. সম্মান জানানো | ঘ. করুণা করা    |

২। সহনশীলতা না থাকলে কী বিনষ্ট হয় ?

- |            |              |
|------------|--------------|
| ক. শূঁজুলা | খ. সরলতা     |
| গ. মানবতা  | ঘ. সামাজিকতা |

৩। উপাসনার জন্য খ্রিস্টানেরা যায় —

- |            |             |
|------------|-------------|
| ক. মন্দিরে | খ. গির্জায় |
| গ. মঠে     | ঘ. মসজিদে   |

৪। সহনশীলতার প্রয়োজন কেন ?

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ক. যশের জন্য    | খ. ধন-সম্পদের জন্য |
| গ. শিক্ষার জন্য | ঘ. ঐক্যের জন্য     |

৫। সহনশীলতার মধ্য দিয়ে আসে —

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. সম্প্রীতি | খ. আনন্দ    |
| গ. অশান্তির  | ঘ. ধন-সম্পদ |

**৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

- ১। শুদ্ধা ছাড়া কী অর্জন করা যায় না ?
- ২। সহনশীলতার অর্থ কী ?
- ৩। হিন্দুদের তিনটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লেখ ।
- ৪। সম্প্রীতি কাকে বলে ?
- ৫। সহনশীলতার অভাবে কী ক্ষতি হয় ?

**৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

- ১। শুদ্ধার প্রয়োজনীয়তা কী ?
- ২। সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা কী ?
- ৩। সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায় ?
- ৪। সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার উপকারিতা কী ?
- ৫। বিশেষ চাহিদাসম্মত শিশুদের প্রতি সহনশীল হব কেন ?

## পঞ্চম অধ্যায়

# ত্যাগ ও উদারতা

### ত্যাগ

সাধারণতাবে ত্যাগ বলতে কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া বা বর্জন করা বোঝায়। বিশেষভাবে ত্যাগ মানে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা। ত্যাগ একটি নৈতিক গুণ। কোনো-না-কোনোভাবে ত্যাগ না করলে সমাজ ও মানুষের মঙ্গল হয় না। ত্যাগী ব্যক্তি মানুষের ও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এই যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি, এই স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। প্রাণ ত্যাগ সর্বোচ্চ ত্যাগ। প্রাণ ত্যাগ ছাড়াও আমরা নানাভাবে ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি। অন্যের মঙ্গলের জন্য, সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের ভালোর জন্য ত্যাগ স্বীকার করাও ধর্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ত্যাগের মহিমার কথা খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে।

আমার জীবন থেকে ত্যাগের ঘটনার দুইটি উদাহরণ নিচের ছকে লিখি :

১।

২।

### উদারতা

ত্যাগের মতো উদারতাও একটি নৈতিক গুণ। সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। উদার ব্যক্তি কাউকে ছোট বা বড় মনে করেন না। ঠাঁর কাছে ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকলেই সমান। উদার ব্যক্তির কাছে আপন-পরে কোনো ভেদ থাকে না। সকল ধর্মের, সকল সম্পদায়ের মানুষকে তিনি আপন মনে করেন। তাই তো বলা হয়েছে — ‘উদারচরিতানাঁ তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।’ এর মানে হলো — উদার ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। মোটকথা উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উদার না হলে ত্যাগী হওয়া যায় না।

পুরাকালে একজন মুনি পরের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে চরম উদারতার পরিচয় রেখে গেছেন। এখন আমরা সেই উপাখ্যানটি শুনব।

## ଦ୍ଵୀଚି ମୁନିର ତ୍ୟାଗ ଓ ଉଦାରତା

ଅନେକ ଅନେକ କାଳ ଆଗେର କଥା । ନୈମିଶାରଣ୍ୟ ନାମେ ଏକଟି ବିଖ୍ୟାତ ତପୋବନ ଛିଲ । ସେଥାନେ ମୁନି-ଖ୍ୟାତୀରା ତପସ୍ୟା କରତେନ । ଶିକ୍ଷାଧୀରା ଗୁରୁଗୃହେ ଏସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରତ ।

ସେଇ ନୈମିଶାରଣ୍ୟେ ଦ୍ଵୀଚି ନାମେ ଏକ ମୁନି ବାସ କରତେନ । କଠୋର ସାଧନା କରତେନ ତିନି । ଆର ସକଳେର ଜନ୍ୟ ମଞ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେନ ।

ସେ ସମୟ ବୃତ୍ତ ନାମେ ଏକ ଅସୁର ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହୟେ ଓଠେନ । ତଦୁପରି ଦେବତା ଶିବକେ କଠୋର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ଵଫୁଲ୍ଲଟ କରେ ତିନି ଏକଟି ବର ଆଦାୟ କରେ ନେନ । ଦେବତାରା କାରାତ ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ସତ୍ତ୍ଵଫୁଲ୍ଲ ହଲେ ତାକେ ବର ଦେନ । ତା ସେ ଦେବ, ମାନବ, ଦାନବ - ସେଇ ହୋକ । ବୃତ୍ତ ଶିବେର କାହିଁ ଥେକେ ଯେ ବରଟି ପେଯେଛିଲେନ ତା ହଲୋ - ଦେବତା ବା ଅସୁରଦେର ଅନ୍ଧେର ଆଘାତେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହବେ ନା ।



ଦେବଗଣସହ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଦ୍ଵୀଚି

## ত্যাগ ও উদারতা

শিবের বর পেয়ে বৃত্তাসুর আরও প্রবল হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে নিলেন। সেখান থেকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব তখন তাঁদের বললেন, ‘তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও। সেখানে বিষ্ণু তোমাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন।’

শিবের কথা মতো দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। তাঁরা বিষ্ণুর স্তব করলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন বিষ্ণু। তিনি দেবতাদের বললেন, ‘তোমরা নৈমিত্তিগ্রণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তাঁর উদারতায় তোমাদের মঙ্গল হবে।’

তখন বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নৈমিত্তিগ্রণ্যে দধীচি মুনির কাছে গেলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কার কার কাছে গিয়েছিলেন? ধারাবাহিকভাবে নামগুলো নিচের ছকে লিখি :



সব শুনে দধীচি মুনি বললেন, ‘শিবের বরে বলীয়ান বৃত্তাসুরকে কোনো অস্ত্র দিয়ে বধ করা যাবে না। তাই অন্য উপায় বের করতে হবে।’

একটু ভেবে বললেন, ‘আমি একটি উপায় বের করেছি।’

ইন্দ্র বললেন, ‘কী উপায় মুনিবর?’

দধীচি বললেন, ‘আমি দেহত্যাগ করব।’

‘মুনিবর!’ দেবতারা আঁতকে উঠলেন।

দধীচি বললেন, ‘শুনুন দেবরাজ, এ নশ্বর দেহ তো একদিন বিনষ্ট হবেই। আপনাদের মঙ্গলের জন্য আজই না হয় তাকে ব্যবহার করি। আমি দেহত্যাগ করলে আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করুন। তারপর তা দিয়ে বৃত্তাসুরকে বধ করুন। হাড় তো কোনো প্রচলিত অস্ত্র নয়।’

তারপর দধীচির দেহের হাড় দিয়ে দেবতাদের প্রকৌশলী বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করলেন।

ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্তাসুরকে বধ করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন স্বর্গরাজ্য।

দধীচি মুনির এই ত্যাগ ও উদারতার কথা আজও অমর হয়ে আছে।

আমরাও মানুষ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি।

ধরা যাক, আমার একজন সহপাঠী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। জন্ম থেকে তার একটি পায়ে সমস্যা। হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয়। আমি রোজ তাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে আসি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এতে আমাকে একটু আগে বাড়ি থেকে রওনা হতে হয়। এই যে বাড়ি থেকে আগে রওনা হই, এর মধ্য দিয়ে ত্যাগ প্রকাশ পায় আর সহপাঠীকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায়, তারই নাম উদারতা।

## অনুশীলনী

**ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :**

- ১। ত্যাগ একটি \_\_\_\_\_ গুণ।
- ২। ত্যাগ \_\_\_\_\_ অঙ্গ।
- ৩। উদারতাও একটি নৈতিক \_\_\_\_\_।
- ৪। \_\_\_\_\_ মুনি ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।
- ৫। আমরা নানাভাবে \_\_\_\_\_ পরিচয় দিতে পারি।

**খ. ডাল পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :**

১। ত্যাগী ব্যক্তি	পৃথিবী।
২। বসুধা মানে	এক।
৩। পৃথিবীর সকল মানুষ	রাজ্য।
৪। দধীচি মুনি ত্যাগ করেছিলেন	ধার্মিক।
৫। ত্যাগ ও উদারতা একটি	প্রাণ।
	নৈতিক গুণ।

**গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

১। মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন —

ক. দেশের জন্য

খ. যশের জন্য

গ. টাকার জন্য

ঘ. অর্গের জন্য

## ত্যাগ ও উদারতা

### ২। উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন —

ক. বৃত্ত  
গ. চন্দ্ৰ

খ. ইন্দ্ৰ  
ঘ. দধীচি

### ৩। কে বৃত্তাসুরকে বর দিয়েছিলেন ?

ক. শিব  
গ. ইন্দ্ৰ

খ. বিষ্ণু  
ঘ. দুর্গা

### ৪। আমরা উদার হব কেন ?

ক. লোকে ভালো বলবে  
গ. সমাজের মঙ্গল হবে

খ. অনেক টাকা পাব  
ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

### ৫। দধীচির হাড় দিয়ে কী বানানো হয়েছিল ?

ক. ধনুক  
গ. বর্ণা

খ. বজ্র  
ঘ. খড়গ

## ষ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। ত্যাগী কে ?
- ২। উদারতা বলতে কী বোঝায় ?
- ৩। দেবরাজ ইন্দ্ৰ কেন শিবের কাছে গিয়েছিলেন ?
- ৪। পৃথিবীর সবাই কার আত্মায় হয়ে যায় ?
- ৫। দধীচির আত্মত্যাগে কিসের পরিচয় পাওয়া যায় ?

## ঞ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। ত্যাগ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ ।
- ২। ‘উদারতা ধর্মের অঙ্গ’ — উদাহরণসহ এ কথাটি ব্যাখ্যা কর ।
- ৩। দেবতারা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন কেন ?
- ৪। দেবতারা কীভাবে বৃত্তাসুরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন ?
- ৫। দধীচি মুনি কীভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন ?

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ কথা দেওয়া। শপথ করা। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করা কর্তব্য। কারণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা ধর্মের একটি অঙ্গ। এটি একটি মহৎ গুণ। যাঁরা ভালো মানুষ বা ধার্মিক, তাঁরা সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন। তাঁরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও না। তাই আমরাও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ধর্ম পালন করব। নিম্নে প্রতিজ্ঞা রক্ষার একটি গল্প বলছি।

### রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। তিনি একদিন বিকেলে তাঁর প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখলেন — এক লোক কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় একটা ঝুঁড়ি।

রাজা এক কর্মচারীকে দিয়ে তাকে ডাকালেন। লোকটি এলো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘মহারাজ, আমি এক ঝুঁড়ি কঁচা পেঁপে এনেছিলাম আপনার বাজারে। কিন্তু কেউ কিনল না। তাই পরিবার নিয়ে আজ আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে।’

রাজা ভাবলেন, ‘তাই তো! পেঁপে বিক্রি করে সেই টাকায় এ চাল-ডাল কিনত। পরিবার নিয়ে খেত। এখন কী হবে?’

রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন, কী করা যায়? তারপর কর্মচারীকে বললেন, ‘ওর সব পেঁপে কিনে রেখে রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে দিতে বলো।’ কর্মচারী তা-ই করল। লোকটি রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে চাল-ডাল কিনে মনের আনন্দে বাড়ি গেল।

## প্রতিজ্ঞা রাক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

এরপর রাজা ভাবলেন, ‘এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কী ?’ কেউ যদি বাজারে তার জিনিস বিক্রি করতে না পারে, তাহলে তার চলবে কী করে ? অনেক তেবে রাজা পরের দিন ঘোষণা দিলেন, ‘আজ থেকে আমার বাজারে বিক্রির জন্য আনা কোনো জিনিস অবিক্রীত থাকবে না। কেউ না কিনলে আমি কিনে নেব।’

এরপর থেকে বাজারে অনেক লোকজন আসতে লাগল। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত। যা অবিক্রীত থাকত তা রাজা কিনে নিতেন।



রাজা, ধর্মদেব এবং অন্যান্য দেব-দেবী

�କଦିନ ଏକ କୁନ୍ତକାର ଏଲେନ ଏକଟା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଯେ । କିନ୍ତୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉ କିନଳ ନା । କାରଣ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରେ ନିଲେ ସେଖାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାକେନ ନା । ତାତେ ଗୃହସ୍ଥେର ଅମଙ୍ଗଳ ହୟ । ଶେଷେ କୁନ୍ତକାର ଏଲେନ ରାଜାର କାହେ । ରାଜା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୂର୍ତ୍ତିଟି କିନେ ସରେ ଯତ୍ନ କରେ ରେଖେ ଦିଲେନ । ମତ୍ତ୍ରୀସହ ସକଳେଇ ଏତେ ବାଧା ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଶୁନଲେନ ନା ।

ଏଦିକେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାକାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ରାଜବାଡ଼ି ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଗେଲେନ । ଏକେ ଏକେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ଵତୀ ସବ ଦେବତାଇ ଚଲେ ଗେଲେନ । ତାଁଦେର ଦେଖାଦେଖି ଧର୍ମଦେବଓ ଯେତେ ଲାଗଲେନ । ତଥନ ରାଜା ତାଁକେ ବଲଲେନ, ‘ଧର୍ମଦେବ, ଆପଣି ଯାଚେନ କେନ ?’

ଧର୍ମଦେବ ବଲଲେନ, ‘ମହାରାଜ, ସବ ଦେବତା ଚଲେ ଗେଲେ ଆମି ଥାକି କୀ କରେ ?’

ରାଜା ବଲଲେନ, ‘ଧର୍ମଦେବ, ଆମି ତୋ ଅନ୍ୟାୟ କିଛୁ କରିନି । ଆମି ଆମାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଲନ କରେଛି । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଲନ କରା ଧର୍ମର କାଜ । ତାଇ ଆମି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୂର୍ତ୍ତି କୁରୁ କରେଛି । ଆମି ଧର୍ମର କାଜ କରେଛି । ସୁତରାଂ ଅନ୍ୟ ସବାଇ ଗେଲେଓ ଆପଣି ତୋ ଯେତେ ପାରେନ ନା ।’

ରାଜାର କଥାଯ ଧର୍ମଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଲେନ । ତିନି ଆର ଗେଲେନ ନା । ତିନି ତାଁର ଜ୍ଞାନଗାୟ ଥାକଲେନ । ତଥନ ଅନ୍ୟସବ ଦେବ-ଦେବୀଓ ଫିରେ ଏଲେନ । ଏଭାବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେ ରାଜା ଧର୍ମ ପାଲନ କରଲେନ ।

ରାଜାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ଗଲ୍ଲାଟିର ତିନଟି ଚରିତ୍ରେର ନାମ ନିଚେର ଛକେ ଲିଖି :

୧ ।
୨ ।
୩ ।

ରାଜାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ଗଲ୍ଲ ଥେକେ ଆମରା ଏଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରା ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ । ନିଜେର କ୍ଷତି ହଲେଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରତେ ହବେ । ଆର ଯିନି ଅନ୍ତର ଦିଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେନ, ଦେବତାରାଓ ତାଁର ସହାୟ ହନ । ଅନ୍ୟଦିକେ ପ୍ରଜାଦେର ସୁଖ-ଦୁଃଖେର କଥା ଚିନ୍ତା କରା ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । କୋନୋ ପ୍ରଜା କଷ୍ଟେ ଥାକଲେ ତାତେ ରାଜାରଇ ବଦନାମ ହୟ । ଏଇ ନୀତିଶିକ୍ଷାଗୁଲୋ ଆମରା ସବ ସମୟ ମନେ ରାଖିବ ଏବଂ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ଆର ସବ ସମୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରେ ଚଲବ ।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। প্রতিজ্ঞা রক্ষা \_\_\_\_\_ একটি অঙ্গ।
- ২। ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা \_\_\_\_\_ রক্ষা করেন।
- ৩। কৃষ্ণকার একটি \_\_\_\_\_ মূর্তি নিয়ে এলেন।
- ৪। \_\_\_\_\_ পালন করা ধর্মের কাজ।
- ৫। প্রজাদের \_\_\_\_\_ কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ	ধর্মের একটি অঙ্গ।
২। প্রতিজ্ঞা রক্ষা	ধার্মিক হওয়া যায়।
৩। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে	রাজার বদনাম হয়।
৪। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা	ভঙ্গ করেন না।
৫। প্রজারা কফে থাকলে	কথা দেওয়া। রাজার সম্মান বাড়ে।

### গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

#### ১। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ক. আরণ করা   | খ. ভঙ্গ করা |
| গ. রক্ষা করা | ঘ. শপথ করা  |

#### ২। শোকটি কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. পেঁপে | খ. কলা   |
| গ. আম    | ঘ. বেগুন |

#### ৩। কৃষ্ণকার কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ক. গণেশের মূর্তি   | খ. অলক্ষ্মীর মূর্তি |
| গ. লক্ষ্মীর মূর্তি | ঘ. কালীর মূর্তি     |

৪। বাজারে অবিকীত মালামাল কে ক্রয় করতেন ?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. জমিদার | খ. প্রজা   |
| গ. রাজা   | ঘ. মন্ত্রী |

৫। রাজা কী রক্ষা করেছিলেন ?

- |              |           |
|--------------|-----------|
| ক. প্রতিজ্ঞা | খ. চরিত্র |
| গ. সম্মান    | ঘ. রাজ্য  |

ষ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। প্রতিজ্ঞা বলতে কী বোঝায় ?
- ২। কারা সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন ?
- ৩। বাজারে অবিকীত মালামাল কে এবং কেন ক্রয় করেন ?
- ৪। দেবতারা রাজার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?
- ৫। ধর্মদেব রাজার কথায় সম্মত হলেন কেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে কী হয় তা বুঝিয়ে দেখ।
- ২। লোকটি কাদছিল কেন ? রাজা তার জন্য কী করলেন ?
- ৩। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাজা কী করেছিলেন ?
- ৪। লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসেছিলেন কেন ?
- ৫। ‘রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা’ গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই ?
- ৬। ‘রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা’ গল্প অবলম্বনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### গুরুজনে ভক্তি

‘গুরু’ শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়। অর্থাৎ, যাঁরা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, তাঁরাই আমাদের গুরুজন। শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরু। আমাদের অনেক গুরুজন আছেন। তবে পাঁচজন হচ্ছেন বিশেষ গুরু। তাঁদের একসঙ্গে বলা হয় পঞ্চগুরু। তাঁরা হলেন — পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাদাতা। এঁদের মধ্যে আবার মহাগুরু হলেন দুইজন — পিতা ও মাতা।

গুরুজনেরা সব সময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন। ধর্মপথে নিয়ে যান।

আমাদের জীবনে গুরুর প্রয়োজন অনেক। শাস্ত্রে পিতা-মাতার স্থান অনেক উঁচুতে। পিতাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে — ‘পিতা স্বর্গঃ’। আর মাতাকে বলা হয়েছে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ — ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’। মায়ের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। তিনি আমাদের জন্ম দেন। লালন-পালন করেন। পিতাও আমাদের লালন-পালন করেন। উভয়েই আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

জ্যেষ্ঠ ভাতাও আমাদের গুরুজন। পিতার অবর্তমানে তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তাই তাঁকে আমাদের শুদ্ধ্যা করতে হবে। তাঁর উপদেশ আমরা মেনে চলতে হবে।

শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা তিনি বোঝান। তাঁর শিক্ষায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর উপদেশ আমরা মেনে চলব এবং তাঁকে শুদ্ধ্যা করব।

দীক্ষাদাতা আমাদের মন্ত্র দান করেন। ধর্মশিক্ষা দেন। কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম তা বুঝিয়ে দেন। অধর্ম থেকে আমাদের ধর্মের পথে নিয়ে যান। তিনি ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন। তাই তাঁদেরকে আমাদের শুদ্ধ্যা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। এতে তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের আশীর্বাদে আমাদের মঙ্গল হবে। এখানে আরুণির গুরুভক্তির কাহিনীটি বলছি।

## ଆରୁଣିର ଗୁରୁଭକ୍ତି

ଅନେକ କାଳ ଆଗେର କଥା । ତଥନ ଛାତ୍ରରା ଗୁରୁଙୁହେ ଥେକେ ଲେଖାପଡ଼ା କରନ୍ତ । ସେଇ ସମୟ ଧୌମ୍ୟ ନାମେ ଏକଙ୍ଜନ ଆଚାର୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକ ଛିଲେନ । ତୀର ଛିଲ ତିନଙ୍ଜନ ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ର — ଆରୁଣି, ଉପମନ୍ୟ ଏବଂ ବେଦ ।

ଏକଦିନ ଖୁବ ବୃକ୍ଷି ହେଁବେଳେ । ଗୁରୁ ଆରୁଣିକେ ଡେକେ ବଲଗେନ, ‘ଜମି ଥେକେ ଜଳ ବେରିଯେ ଯାଚେ । ତୁ ମି ଗିଯେ ଜମିର ଆଲ ବୈଧେ ଏସୋ ।’ ଗୁରୁର ଆଦେଶେ ଆରୁଣି ଚଲେ ଗେଲ ଜମିର ଆଲ ବୀଧତେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରେଓ ଜଳ ଆଟକାତେ ପାରଛିଲ ନା । ଆରୁଣି ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଉପାୟଓ ଖୁଜେ ପେଲ ନା । ଶେଷେ ନିଜେଇ ଭାଙ୍ଗା ଆଲେର ଉପର ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲ । ଜଳ ବେରିଯେ ଯାଉଯା



ଜମିର ଆଲବନ୍ଧନେ ଆରୁଣି

## প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

বন্ধ হলো। এদিকে সূর্য দ্বুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু আরুণি ফিরছে না। গুরু ধৌম্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আরুণির খোঁজে বের হলেন। সঙ্গে গেল দুই শিষ্য। উপমন্ত্র ও বেদ।

গুরু জমির কাছে গেলেন। উচ্চেঃস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, ‘বৎস আরুণি, তুমি কোথায় ?’ গুরুর ডাক শুনে আরুণি বলল, ‘গুরুদেব, আমি এখানে। জমির আলে শুয়ে আছি।’ গুরু বললেন, ‘উঠে এসো।’ আরুণি গুরুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। আরুণির কথা শুনে গুরু খুব খুশি হলেন। তিনি তাকে গুরুভক্তির জন্য আশীর্বাদ করলেন। বললেন, ‘তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জিত হবে। এবার তুমি দেশে ফিরে যাও। আর তুমি জমির আল থেকে উঠে এসেছ। তাই তোমার নতুন নাম হবে উদ্বালক।’ গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি নিজের দেশ পথগালে ফিরে গেল।

‘আরুণির গুরুভক্তি’ গল্প থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, গুরুজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না। ভক্তিভরে যেকোনো কাজ করলে তাতে সফল হওয়া যায়। আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরাও খুশি হন। তখন তাঁরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তাতে শিয়ের মজাল হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পাঁচজন গুরুর নাম	
২। আরুণির গুরু	
৩। মাতা স্বর্গের চেয়েও	

## অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। সকলের জীবনে \_\_\_\_\_ প্রয়োজন অনেক।
- ২। \_\_\_\_\_ পিতা-মাতার স্থান অনেক উঁচুতে।
- ৩। জননী জন্মভূমিক \_\_\_\_\_ গরীয়সী।
- ৪। শিক্ষক আমাদের \_\_\_\_\_ আলো দেন।
- ৫। \_\_\_\_\_ ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।
- ৬। পথগ্রন্থ আমাদের \_\_\_\_\_ কামনা করেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। গুরু আমাদের	পাঁচজন।
২। বিশেষ গুরু	মহাগুরু।
৩। ভক্তি ছাড়া জীবনে	উদালক।
৪। আরুণির নতুন নাম হলো	মঙ্গল করেন।
৫। পিতা ও মাতা হলেন	সফলতা আসে না।
	উপমন্ত্য।

গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১। ‘গুরু’ শব্দের সাধারণ অর্থ কী ?

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ক. যিনি বয়সে বড় | খ. যিনি বয়সে সমান |
| গ. যিনি বয়সে ছোট | ঘ. যিনি রাজা       |

২। মহাগুরু কে ?

- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| ক. শিক্ষক | খ. পিতা           |
| গ. রাজা   | ঘ. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা |

৩। ভক্তি করলে কী হয় ?

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| ক. সফল হওয়া যায়  | খ. সম্মান পাওয়া যায় |
| গ. জীবন সুন্দর হয় | ঘ. আনন্দ পাওয়া যায়  |

৪। আচার্য ধৌম্যের কয়জন শিষ্য ছিল ?

- |         |         |
|---------|---------|
| ক. ১ জন | খ. ২ জন |
| গ. ৩ জন | ঘ. ৪ জন |

৫। গুরুর আদেশে জমির আল বৈধেছিল কে ?

- |             |          |
|-------------|----------|
| ক. উপমন্ত্য | খ. বেদ   |
| গ. প্রহ্লাদ | ঘ. আরুণি |

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

#### ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- ১। গুরু কে?
- ২। গুরুজন আমাদের জন্য কী করেন?
- ৩। শান্তে পিতা-মাতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
- ৪। জ্যেষ্ঠ ভাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য কী?
- ৫। ধৌম্য কে ছিলেন? তাঁর কয়জন শিষ্য ছিল? তাদের নাম লেখ।

#### ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ১। পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?
- ২। শিক্ষক আমাদের কী করেন?
- ৩। গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৪। গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কী করেছিল?
- ৫। উদ্বালক কে? তাঁর এরূপ নামকরণের কারণ কী?
- ৬। আরুণি কে ছিল? আরুণির উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লেখ।
- ৭। আরুণির গুরুভক্তি গল্পটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

## সপ্তম অধ্যায়

### স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### স্বাস্থ্যরক্ষা

আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। শরীর সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ্য। ধর্মচর্চা করতে গেলে শরীর অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে। কারণ অসুস্থ শরীরে ধর্মশিক্ষা হয় না। শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। আর অসুস্থ মনে ধর্মের কথা চিন্তা করা যায় না। কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না। শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত ও পরিমিত আহার গ্রহণ করতে হবে। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধূতে হবে। পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে হবে। সপ্তাহে অত্তত একবার গায়ে সাবান দিতে হবে। মাথার চুল ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। মেয়েদের লম্বা চুলও নিয়মিত সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বসবাসের ঘরে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সর্বদা হাসি-খুশি থাকতে হবে। খারাপ চিন্তা করা যাবে না। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়ে যায়।

নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে। তাতে শরীরে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হবে। শরীরও সুস্থ থাকবে। এভাবে চললে শরীর-মন উভয়ই সুস্থ থাকবে। ফলে সব কাজ সুন্দরভাবে করা যাবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসবে। তারা সঠিকভাবে ধর্মচর্চাও করতে পারবে। অনৈতিক কাজে তারা উৎসাহিত হবে না।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। শরীর সুস্থ থাকলে	
২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত	
৩। শরীর সুস্থ থাকলে সব কাজ	

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। শরীরের সুস্থ থাকার নামই \_\_\_\_\_ ।
- ২। মাথার চুল ছোট ও \_\_\_\_\_ রাখতে হবে।
- ৩। শরীরের সঙ্গে \_\_\_\_\_ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।
- ৪। মন খারাপ হলে \_\_\_\_\_ খারাপ হয়।
- ৫। নিয়মিত \_\_\_\_\_ করতে হবে।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। নিয়মিত ও পরিমিত	মেলামেশা করা যাবে না।
২। মাথার চুল ছোট ও	থাকতে হবে।
৩। খারাপ লোকের সঙ্গে	আহার গ্রহণ করতে হবে।
৪। সর্বদা হাসি-খুশি	রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হয়।
৫। নিয়মিত খেলাধূলা করলে শরীরে	পরিষ্কার রাখতে হবে। শরীর শক্ত হয়।

### গ. সঠিক উভয়টির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

#### ১। শরীর সুস্থ রাখার জন্য কীভাবে খেতে হবে?

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| ক. ইচ্ছেমতো         | খ. অল্প অল্প |
| গ. নিয়মিত ও পরিমিত | ঘ. বেশি বেশি |

#### ২। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে কেন?

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ক. দেখতে সুন্দর লাগবে       | খ. গায়ে আঁচড় লাগবে না |
| গ. ধাক্কা লেগে ভেঙে যাবে না | ঘ. ময়লা ঢুকবে না       |

#### ৩। শরীরের সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. মনের       | খ. পোশাকের    |
| গ. সৌন্দর্যের | ঘ. মস্তিষ্কের |

**৪। মন খারাপ হলে কী খারাপ হয় ?**

- |             |         |
|-------------|---------|
| ক. সৌন্দর্য | খ. শরীর |
| গ. পরিবেশ   | ঘ. কাজ  |

**৫। নিয়মিত খেলাধুলা করলে কী হয় ?**

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ক. শরীর গঠিত হয়           | খ. মন ভালো হয়   |
| গ. সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করে | ঘ. পড়ায় মন বসে |

**ষ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

- ১। স্বাস্থ্য কাকে বলে ?
- ২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে কেন ?
- ৩। মাথার চুল কেমন রাখতে হবে ?
- ৪। অসুস্থ শরীরে ধর্মচর্চা হয় না কেন ?
- ৫। মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয় কেন ?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

- ১। স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মচর্চার সম্পর্ক কী ?
- ২। স্বাস্থ্যরক্ষার চারটি উপায় বর্ণনা কর।
- ৩। বসতঘরে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করা প্রয়োজন কেন ?
- ৪। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না কেন ?
- ৫। স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন কেন ?

## ত্রিতীয় পরিচ্ছেদ

### আসন

আসন হলো যোগব্যায়ামের বিভিন্ন পদ্ধতি। যোগব্যায়াম শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এতে শরীর সুস্থ থাকে এবং কর্মক্ষমতা বাঢ়ে। ধর্মচর্চা করতে গেলেও এ দুইটি বিধানের প্রয়োজন। এ কথা প্রাচীনকালের মুনি-ঝৰিরাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। আধুনিককালে যাঁরা এর প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন হলেন স্বামী কৃষ্ণনন্দ ও শ্রীযোগেন্দ্র।

আসনের ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল হয়। মাংসপেশির পুষ্টি সাধন হয়। বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন ফল। যেমন - শীর্ষাসন মন্ত্রিকের জন্য উপকারী। স্নায়ুতন্ত্র আমাদের দেহযন্ত্রকে চালিত করে। মন্ত্রিক হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। শীর্ষাসনের ফলে মন্ত্রিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করে। ফলে মন্ত্রিক সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। এমনিভাবে অন্যান্য আসনও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার করে। নিম্নে বজ্রাসন ও পদহস্তাসনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

### বজ্রাসন

এই আসনে দুই হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। পায়ের পাতার উপরের পিঠ নরম কর্মসূলের উপর রাখতে হয়। শরীরের পশ্চাত ভাগ দুই গোড়ালির উপর রেখে সোজা হয়ে বসতে হয়। হাত দুইটি রাখতে হয় সোজা করে দুই হাঁটুর উপর। এই অবস্থায় গুহ্যদ্বার যাতে দুই গোড়ালির মাঝখানে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এই আসনটি প্রথম প্রথম করতে গেলে হাঁটুতে কিঞ্চিৎ ব্যথা হতে পারে।



বজ্রাসন

পরে ঠিক হবে থার। তবে ইটুকে কোনো সহস্তা থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিবে অভ্যাস করতে হবে।

এই আসন প্রথম প্রথম ৩০ সেকেন্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হবে। এই আসনের ফলে মেঝের নিম্নভাগের মাঝু ও পেশি বহুল যত্নে কঠিন ও অজ্ঞাত হয়। তাই এর নাম হয়েছে বজ্জ্বাসন।

বজ্জ্বাসন করলে সারাটিক্ষণ, পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। আবারও পরে এই আসন ৫/১০ মিনিট করলে কৃতজ্ঞত্ব সহজে পরিপন্থ হয়। অধীর জোগীদের আবারও পরে এই আসন অভ্যাস করা অত্যন্ত কল্যাণ।

### গুরুবালন

এই আসনে প্রথমে পা-সুইচ সোজা করে সোজা হয়ে দৌড়াতে হবে। তাছপর দম শিকে শিকে হ্যাত সুইচ কাসের সঙ্গে চেলে মাথার উপর চূলতে হবে। এবাই দম হাতাতে হাতাতে কোমর থেকে শ্রীজন্ম উপরের অংশ সামনে ধীকাতে হবে। এ অবস্থায় দু-হাতের কালু দু-পায়ের দু-পাশে ঘাটিতে থাকবে। আব কপাল ইটুকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থার আভাবিকভাবে দম শিকে হবে এবং হাতাতে হবে। এই আসন করার সময় ইটু সোজা রাখতে হবে। শৈবস অধ্যয় করতো এ কাল ধূকাটু কঠিন মনে হতে পাও। তবে কর্তৃক মিম অভ্যাস করলে ঠিক হবে থাবে।

সাধুর্ধ্য অনুযায়ী ৫-১০ সেকেন্ড এভাবে থাকতে হবে। তাছপর দম শিকে শিকে হ্যাতসহ শ্রীর সোজা হয়ে দৌড়াতে



গুরুবালন

হবে। তারপর দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুইটি নামাতে হবে। এভাবে ৫/৬ বার অভ্যাস করার পর ১ মিনিট শ্বাসনে থাকতে হবে। এই আসন বিশেষ করে পদ ও হস্তের পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে। তাই এর নাম হয়েছে পদহস্তাসন।

এই আসনে তলপেটের সংকোচন হয়। ফলে পাকস্থলী, যকৃৎ, পাচনতন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি পুষ্ট হয়। এতে কোষ্ঠবন্ধতা, অজীর্ণ, বহুমৃত্র প্রভৃতি রোগ দূর হয়। এছাড়া ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ে এবং রক্তাঙ্গতা নিরাময় হয়।

সুতরাং আমরা নিয়মিত ব্যায়াম ও আসন অনুশীলন করি।

এসো, আমরা দলগতভাবে বঞ্চাসন এবং তারপর পদহস্তাসনের অনুশীলন করি।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। আসনে শরীর সুস্থ থাকে এবং \_\_\_\_\_ বাড়ে।
- ২। \_\_\_\_\_ মন্ত্রিষেকর জন্য উপকারী।
- ৩। \_\_\_\_\_ ইঁটু দুইটি ভেঙে বসতে হয়।
- ৪। পা দুইটি \_\_\_\_\_ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।
- ৫। \_\_\_\_\_ ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মচর্চা করতে গেলে	রক্তাঙ্গতা দূর হয়।
২। আসন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের	উপকার করে।
৩। বঞ্চাসনে ভুক্তদ্রব্য সহজে	পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।
৪। আমরা নিয়মিত আসন	পরিপাক হয়।
৫। পদহস্তাসনে	অনুশীলন করব।
	► শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে হয়।

ଗ. ସଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

୧। ଶୀର୍ଷାସନ କିମେର ଜଳ୍ୟ ଉପକାରୀ ?

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| କ. ମହିମେକର       | ଖ. ଚୋଥେର     |
| ଗ. ହୃଦ୍ଦିଗ୍ରେଟେର | ଘ. ପାକସ୍ଥଲୀର |

୨। କୋନ ଆସନେ ଦେହେର ନିମ୍ନଭାଗେର ମ୍ଲାୟ ଓ ପେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚର ମତୋ କଠିନ ହୟ ?

- |              |             |
|--------------|-------------|
| କ. ପଦ୍ମାସନେ  | ଖ. ବଞ୍ଚାସନେ |
| ଗ. ଶୀର୍ଷାସନେ | ଘ. ବୀରାସନେ  |

୩। ଅର୍ଜିର୍ ରୋଗୀଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ କୋନ ଆସନ ଉପକାରୀ ?

- |            |             |
|------------|-------------|
| କ. ପଦ୍ମାସନ | ଖ. ଗୋମୁଖାସନ |
| ଗ. ଚକ୍ରାସନ | ଘ. ବଞ୍ଚାସନ  |

୪। ପଦହସ୍ତାସନେ ଏକବାରେ କତ ସମୟ ଥାକତେ ହୟ ?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| କ. ୫-୧୦ ସେକେଣ୍ଡ  | ଖ. ୮-୧୩ ସେକେଣ୍ଡ  |
| ଗ. ୧୧-୧୬ ସେକେଣ୍ଡ | ଘ. ୧୪-୧୯ ସେକେଣ୍ଡ |

୫। କୋନ ଆସନେ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ଦୂର ହୟ ?

- |               |              |
|---------------|--------------|
| କ. ବଞ୍ଚାସନେ   | ଖ. ଚକ୍ରାସନେ  |
| ଗ. ପଦହସ୍ତାସନେ | ଘ. ବୃକ୍ଷାସନେ |

ୟ. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

୧। ଆଧୁନିକକାଳେ ଆସନ ଓ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଚାର କରେଛେ- ଏମନ ଦୁଇ ଜନେର ନାମ ଲେଖ ।

୨। ବଞ୍ଚାସନେ ହାତ ଦୁଇଟି କୀଭାବେ ରାଖତେ ହୟ ?

୩। ବଞ୍ଚାସନ ଏକବାରେ କତ ସମୟ ଓ କତ ବାର କରତେ ହୟ ?

୪। ପଦହସ୍ତାସନ କତ ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାର ପର ଶବାସନ କରତେ ହୟ ?

୫। ପଦହସ୍ତାସନେର ଏରୂପ ନାମ ହେଁବେ କେନ ?

ଓ. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

୧। ଆସନେର ପ୍ରଯୋଜନୀୟତା କୀ ? ବୁଝିଯେ ଲେଖ ।

୨। ବଞ୍ଚାସନେର ପ୍ରଗାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

୩। ବଞ୍ଚାସନେର ଉପକାରିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

୪। ପଦହସ୍ତାସନେର ପ୍ରଗାଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୫। କେନ ଆମରା ପଦହସ୍ତାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରବ ?

## অষ্টম অধ্যায়

### দেশপ্রেম

নিজের দেশের প্রতি মানুষের রয়েছে গভীর ভালোবাসা, রয়েছে মমত্ববোধ। দেশের প্রতি এই ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশকে ভালোবাসা। দেশের মজল করা। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তার প্রতিরোধ করা। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ। প্রতিটি সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য কাজ করেন। এমনকি দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। প্রাচীনকালে অনেকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রামায়ণ থেকে এমনি একজন দেশপ্রেমিক রাজার কাহিনী বলছি।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। দেশপ্রেমিক দেশকে	
২। দেশের জন্য	
৩। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকে	

### কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

পুরাকালে কার্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক। রাজকার্য করতে করতে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্তি দূর করা দরকার। তাই তিনি রাজধানী থেকে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। চারপাশে বন। বনের মাঝে সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের তিনদিকে বড় সরোবর। সরোবরগুলোতে অনেক পদ্ম ফুটে আছে। বিরবিরি করে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। এখানে এলে এমনিতেই ক্লান্তি দূর হয়। রাজা কার্তবীর্য সেখানে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ করে সে রাজ্য দখল করে নিতেন। তিনি জানতে পারলেন, রাজা কার্তবীর্য রাজধানীতে নেই। এ সুযোগে তিনি কার্তবীর্যের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକେ ଜାନାନୋ ହଲୋ । ତୀର ଦେଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଁଥେ ଜେନେ ତିନି କୋଧେ ଆଗୁନେର ମତୋ ଜୁଲେ ଉଠିଲେନ । ତିନି ଦେଇ କରିଲେନ ନା । ତଥନିଇ ରାଜଧାନୀତେ ଫିରେ ଏଲେନ । ସୋଜା ଚଳେ ଗେଲେନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ । ଦୁଇପକ୍ଷେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଲୋ । ଏକପକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ଦଖଲଦାର । ଆରେକ ପକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଦେଶପ୍ରେମେ ଉଦ୍‌ଧୂମ ।



### ସୈନ୍ୟସହ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରାତ୍ର

କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସୈନ୍ୟଦେର ଉଚ୍ଚ କଟ୍ଟେ ବଲିଲେନ, ‘ସୈନ୍ୟଗଣ, ପରାଜିତ ହଲେ ଦେଶ ହବେ ପରାଧୀନ । ପ୍ରାଣପଣ ଯୁଦ୍ଧ କର । ଦେଶେର ସ୍ଵାଧୀନତା ରକ୍ଷା କର ।’ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର କଥାଯ ସୈନ୍ୟଦେର ଉତ୍ସାହ ବେଡ଼େ ଗେଲ । ତାରା ପ୍ରାଣପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲ । ଯୁଦ୍ଧେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ଜୟ ହଲୋ । ଆର ରାବଣ ହଲେନ ପରାଜିତ ।

ପରାଜ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରେ କ୍ଷମା ଚାହିଲେନ ରାବଣ । କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ତାକେ କ୍ଷମା କରେ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଏକ ଶର୍ତ୍ତେ । ଶର୍ତ୍ତୀ ହଲୋ, ରାବଣ ଆର ଅନ୍ୟେର ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନ ନା । ରାବଣ ମାଥା ନିଚୁ କରେ ନିଜେର ରାଜ୍ୟ ଫିରେ ଗେଲେନ । ଦେଶକେ ରକ୍ଷା କରିଲେନ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ । ଦେଶପ୍ରେମିକରୂପେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅମର ହେଁ ରହିଲେନ ।

ଆମରାଓ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ମତୋ ଦେଶପ୍ରେମିକ ହବ । ସୃଷ୍ଟ ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନ୍ୟାୟ ଆମାଦେର ଦେଶକେ ଭାଲୋବାସବ । ଦେଶେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ, ଦେଶେର ଉତ୍ସାହର ଜନ୍ୟ କାଜ କରିବ । ଦେଶେର ସ୍ଵାଧୀନତା ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ସଚେଷ୍ଟ ଥାକବ ।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। দেশের প্রতি ধার্মিক মানুষের রয়েছে গভীর \_\_\_\_\_ ।
- ২। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি \_\_\_\_\_ গুণ ।
- ৩। বনের মাঝে সুন্দর একটি \_\_\_\_\_ ।
- ৪। রাবণ কার্তবীয়ের রাজ্য \_\_\_\_\_ করলেন ।
- ৫। পরাজিত হলে দেশ হবে \_\_\_\_\_ ।
- ৬। আমরা কার্তবীয়ের মতো \_\_\_\_\_ হব ।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। দেশের প্রতি ভালোবাসাই	কাজ করব ।
২। দেশপ্রেম	ভালোবাসেন ।
৩। ধার্মিক মানুষ দেশকে	দেশপ্রেম ।
৪। কার্তবীয় নামে এক	ধর্মের অঙ্গ ।
৫। দেশের উন্নতির জন্য	রক্ষা করব ।
৬। দেশের স্বাধীনতাকে	ঝুঁঁ ছিলেন ।
	রাজা ছিলেন ।

### গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

#### ১। রাজা কার্তবীয়ের কাহিনী কোন গ্রন্থের অন্তর্গত ?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. মহাভারতের | খ. রামায়ণের |
| খ. পুরাণের   | ঘ. উপনিষদের  |

#### ২। রাজা কার্তবীয় রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন ?

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ক. ক্লান্তি দূর করতে | খ. অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে |
| গ. তীর্থপ্রমণ করতে   | ঘ. বিদেশপ্রমণ করতে          |

৩। লক্ষ্মার রাজা কে ছিলেন ?

- |               |         |
|---------------|---------|
| ক. রাবণ       | খ. রাম  |
| গ. কার্তবীর্য | ঘ. দশরথ |

৪। কার কথায় সৈন্যদল উৎসাহ পেয়েছিলেন ?

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| ক. সেনাপতির     | খ. রাবণের |
| গ. কার্তবীর্যের | ঘ. রামের  |

৫। যুদ্ধে কে পরাজিত হলেন ?

- |               |         |
|---------------|---------|
| ক. কার্তবীর্য | খ. কর্ণ |
| গ. সেনাপতি    | ঘ. রাবণ |

৬। কার্তবীর্য কী জন্য অমর হয়ে রইলেন ?

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ক. খ্যাতির জন্য | খ. দেশপ্রেমের জন্য |
| গ. মেধার জন্য   | ঘ. অর্থের জন্য     |

**ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

- ১। দেশপ্রেম কাকে বলে ?
- ২। কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পায় ?
- ৩। প্রত্যেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ কী করেন ?
- ৪। যুদ্ধের জন্য কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন ?
- ৫। কার্তবীর্য রাবণকে ক্ষমা করলেন কেন ?
- ৬। আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন ?

**ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

- ১। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ — ব্যাখ্যা কর।
- ২। রাবণ কে ছিলেন ? তিনি সুযোগ পেলে কী করতেন ?
- ৩। দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ৪। কার্তবীর্য কে ছিলেন ? তিনি কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন ?
- ৫। ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমমূলক কোনো উপাখ্যান বর্ণনা কর।

## নবম অধ্যায়

### মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

#### মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা হয়। আমরা জানি, যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির বলে।

দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন — শিব মন্দির, কালী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। শিব মন্দিরে থাকে শিবের মূর্তি। কালী মন্দিরে থাকে কালীর মূর্তি। কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে কৃষ্ণের মূর্তি। দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি। বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে।

নিজের দেখা একটি মন্দিরে কী কী দেখা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করি :

মন্দির পবিত্র স্থান। পুণ্য স্থান। মন্দির ধর্মক্ষেত্র ও তীর্থক্ষেত্রগুপ্তেও পরিচিত। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে দেব-দেবীর দর্শন করতে যান। দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেন। দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। এতে তাদের পুণ্যলাভ হয়। মন্দিরে গেলে মনে ধর্মীয়ভাবের উদয় হয়। দেব-দেবী দর্শনে মনে ভক্তি আসে। তাই সকলেরই মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবী দর্শন করতে হবে। মন্দিরে পূজা-অর্চনা করতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতে বড় বড় মন্দির আছে। যেমন — বাংলাদেশে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির। ভারতে কোলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি।

এখানে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিচিতি দেওয়া হলো :

## পুরীর জগন্নাথ মন্দির

ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত। এটি পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মন্দির অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ মন্দিরটি পাথরের বিশাল উচুস্থানের উপর নির্মিত হয়। মন্দিরের প্রাচীরে চারটি দরজা রয়েছে – সিংহ দরজা, হস্তী দরজা, অশ্ব দরজা এবং ব্যাঘ দরজা। এ মন্দিরে ওঠার জন্য সিডির বাইশটি ধাপ পার হতে হয়। মন্দিরের দরজা ভোর পাঁচটায় খোলা হয় এবং দিনের শুরুতে ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে মঙ্গল আরতি হয়।

যদিও এ মন্দিরের নাম জগন্নাথ মন্দির, কিন্তু জগন্নাথই একমাত্র দেবতা নন। তাঁর সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিও আছে। মূর্তি দর্শনে পুণ্যলাভ হয়। এই তিনি দেবতা ঈশ্বরের ত্রিভুবন বা ত্রয়ী রূপ। প্রতিদিন এই মন্দিরে পূজা-অর্চনা, মহাভোগ ও আরতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দিরে অনেক ভক্ত আসেন।

মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা অত্যন্ত সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ সকলেই পেয়ে থাকেন। প্রধান মন্দিরের চারপাশে আরও ৩০টি মন্দির রয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বছরে ১২টি পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এ পার্বণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রথযাত্রা। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে রথে তুলে রথযাত্রা হয়। পুরীর রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের বহুলোক রথের মেলায় আসেন। সুযোগ পেলে আমরাও পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখব।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির	
২। মন্দিরের প্রাচীরে দরজার সংখ্যা	
৩। রথে যাদের মূর্তি তোলা হয়	

## তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো দেবতা বা মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মের ভাব জাগে। তীর্থে দেহ-মন পবিত্র হয়। তীর্থে গেলে পাপ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। মনে শান্তি আসে। কারও প্রতি হিংসা থাকে না। যজ্ঞ করলে পুণ্য হয়। দান করলে পুণ্য হয়। পূজা করলেও পুণ্য হয়। তীর্থে গেলে সকল পুণ্য একসঙ্গে লাভ হয়।

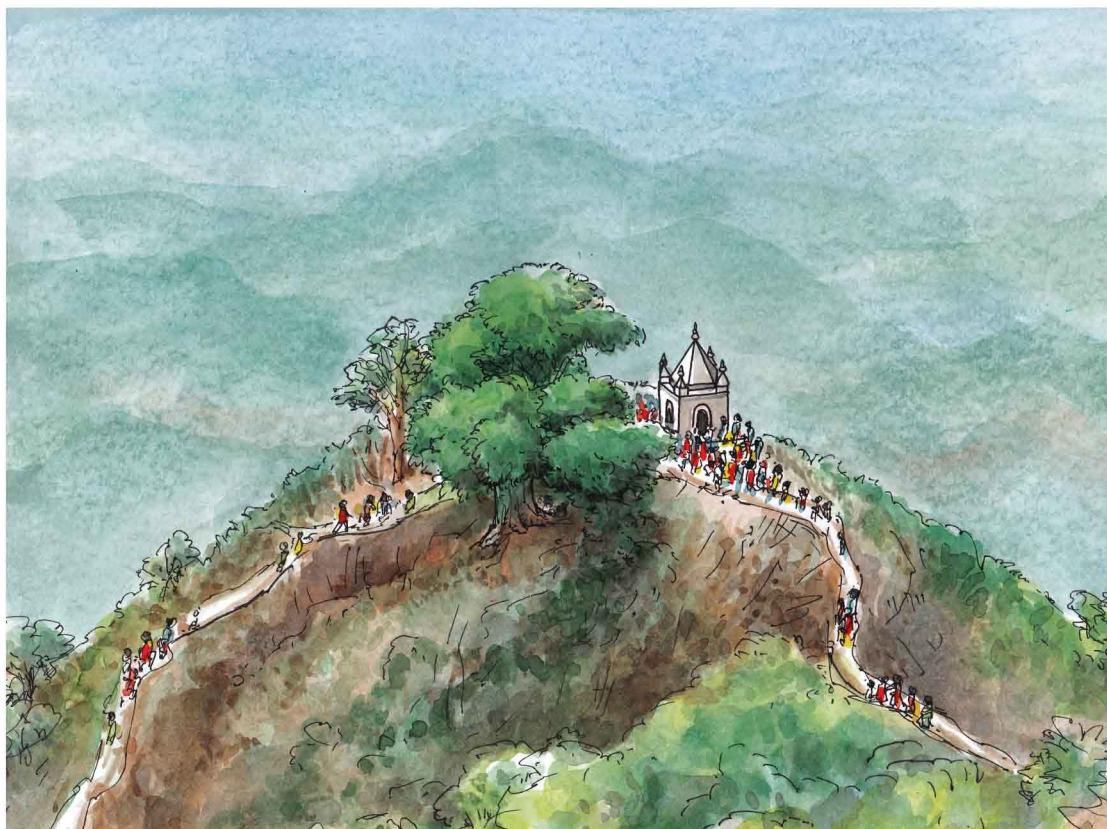
বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। এ-সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনে অসংখ্য

## মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

তীর্থযাত্রী আসেন। চন্দ্রনাথ, লাঙলবন্দ, গয়া, কাশী, কৃষ্ণাবন, মথুরা, হরিদ্বার, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

## চন্দ্রনাথ

চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম। চন্দ্রনাথের নামে পাহাড়টির নাম হয়েছে চন্দ্রনাথ পাহাড়। চন্দ্রনাথ শিবের আরেক নাম। শিব চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় দেশ-বিদেশের বহু লোকের সমাগম হয়। চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই সুন্দর। এখানে গেলে মন পরিত্র হয়। সুযোগ পেলে আমরা চন্দ্রনাথ যাব।



চন্দ্রনাথ মন্দির

## রথযাত্রা

রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। রথযাত্রার



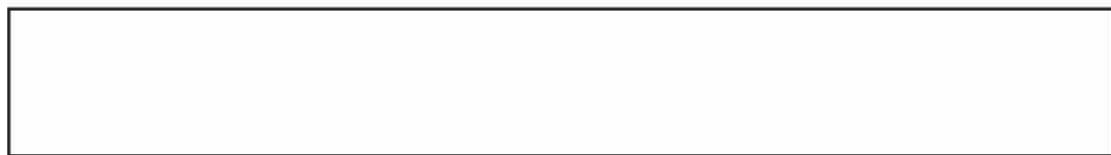
পুরীর রথযাত্রা

## মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

দিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে তুলে রথযাত্রা হয়। জগন্নাথের রথের ১৬টি চাকা থাকে এবং লাল ও হলুদ কাপড়ে রথের ছাদ সুন্দরভাবে মোড়ানো থাকে। ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যান। দেশ-বিদেশের বহুলোক পুরীর রথের মেলায় আসেন।

আমাদের দেশে হিন্দুরা মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালন করেন। ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় রথযাত্রা উৎসব হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও রথযাত্রা হয় ও রথের মেলা বসে। ভক্তরা পুণ্যগ্রামের আশায় রথ বা রথ টানার দড়ি স্পর্শ করেন। দড়ি ধরে রথ টানায় অংশগ্রহণ করেন। বহুলোক রথের মেলায় আসেন। রথে দেবতার মূর্তি দেখলে পুণ্য হয়। সুযোগ পেলে আমরা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখব।

রথযাত্রার ছবিটি দেখে তার একটি বর্ণনা দিই :



## জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। দাপর যুগের কথা। তাদু মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ দিনটি জন্মাষ্টমী নামে খ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা এবং বৃন্দাবনে এ দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমীর দিনে নানাবিধি উৎসব পালিত হয়। নাচ, গানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই দিনে ভক্তরা উপবাস করে রাত্রে কৃষ্ণপূজা করেন। বাংলাদেশে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাত্য মিছিল বের হয়। এ উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মিছিল বের হয়। মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। সংবাদপত্রে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রেডিও-টেলিভিশন এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।



জন্মাষ্টমীর মিছিল

জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করলে পাপমোচন ও পুণ্য অর্জিত হয়। এ ব্রত যাঁরা পালন করেন তাঁদের সৌভাগ্য লাভ হয়। পরকালে স্বর্গ লাভ হয়। আমরা সুযোগ পেলে জন্মাষ্টমীর মিছিলে যাব।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। মন্দিরের ভবন ও প্রতিমার নির্মাণ কৌশলের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রকাশ পায়। জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রার মেলার মধ্যে একতার প্রকাশ ঘটে। অনেক কাল ধরে লালিত-পালিত এ-সকল মন্দির, তীর্থস্থান ও উৎসব হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য হলো অতীতের গৌরবের প্রকাশ। একই সাথে এগুলো সাংস্কৃতিরও অঙ্গ। আমরা এ-সকল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। একে সমুন্নত রাখব।

## অনুশীলনী

### ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ১। মন্দিরে গেলে দেহ-মন \_\_\_\_\_ হয়।
- ২। পুরীতে \_\_\_\_\_ মন্দির অবস্থিত।
- ৩। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে \_\_\_\_\_ অবস্থিত।
- ৪। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে \_\_\_\_\_ তিথিতে রথযাত্রা উৎসব হয়।
- ৫। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তুলে \_\_\_\_\_ হয়।
- ৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে \_\_\_\_\_ উৎসব পালিত হয়।

### খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর	জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত।
২। পুরীতে	চন্দ্রনাথ।
৩। বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র	পূজা-আর্চনা হয়।
৪। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	শিবের আরেক নাম।
৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে	পৃথিবী বিখ্যাত।
৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান	মথুরা।
	জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়।

### গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

#### ১। শিব মন্দিরে থাকে –

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ক. কালীর মূর্তি     | খ. শিবের মূর্তি   |
| গ. সরঞ্জাতীর মূর্তি | ঘ. দুর্গার মূর্তি |

#### ২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয় –

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ক. একাদশ শতাব্দীতে    | খ. দ্বাদশ শতাব্দীতে |
| গ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে | ঘ. পঞ্চদশ শতাব্দীতে |

୩। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର ତୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ?

- କ. ଗଙ୍ଗାର
- ଗ. ବଜୋପସାଗରେର

- ଖ. ପଦ୍ମାର
- ଘ. ଭାରତ ମହାସାଗରେ

୪। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରେ କ୍ୟ ଜନ ଦେବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଛେ ?

- କ. ଏକଜନ
- ଗ. ତିନଙ୍ଗନ

- ଖ. ଦୁଇଜନ
- ଘ. ଚାରଙଙ୍ଗନ

୫। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅବସ୍ଥିତ —

- କ. ଢାକାର ରମନାୟ
- ଗ. ସିଲେଟେ

- ଖ. ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମେର ସୀତାକୁଣ୍ଡେ
- ଘ. ରାଜଶାହୀତେ

୬। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଲିତ ହୟ —

- କ. ରଥ୍ୟାତ୍ରା
- ଗ. ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ

- ଖ. ରାସଲୀଳା
- ଘ. ଦୋଲ୍ୟାତ୍ରା

୭. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- ୧। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଥାଯ ଅବସ୍ଥିତ ?
- ୨। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ କୋଥାଯ ଅବସ୍ଥିତ ?
- ୩। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେ କୋନ ତିଥିତେ ମେଲା ବସେ ?
- ୪। କଥନ ରଥ୍ୟାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାଲିତ ହୟ ?
- ୫। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନେ କୋନ ଉତ୍ସବ ପାଲିତ ହୟ ?

୮. ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

- ୧। ମନ୍ଦିର କାକେ ବଲେ ?
- ୨। ଭକ୍ତରା କେନ ମନ୍ଦିରେ ଯାନ ?
- ୩। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରେର ବର୍ଣନା ଦାଓ ।
- ୪। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥେର ବର୍ଣନା ଦାଓ ।
- ୫। ରଥ୍ୟାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ବର୍ଣନା କର ।
- ୬। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ବର୍ଣନା ଦାଓ ।

# ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪ৰ্থ-হিন্দুধর্ম



কারো মনে কষ্ট দিও না



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য